মূল্য ঃ ৭.০০ টাকা মাত্র

গৌড়ীয় মিশন (রেজিষ্টার্ড) হইতে প্রকাশিত

শ্রীভক্তি-পত্র

পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস
১০৮ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ

৫৬ বর্ষ ❋ ৬ষ্ঠ সংখ্যা ❋ পৌষীপূর্ণিমা সংখ্যা ❋ পৌষ, ১৪২৫ ❋ জানুয়ারী, ২০১৯

গৌড়ীয় মিশনের শুদ্ধ ভক্তি-মঠ ও প্রতিষ্ঠান সমূহ

১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ (রেজিঃ হেড অফিস) বাগবাজার কলকাতা-৩ ফোঃ 2554-4155, 9903615586, 9804417544
e-mail :- gaudiya@gaudiyamission.org
visit us : www.gaudiyamission.org
২। শ্রীবৃহদ্-মৃদ। ভাগবত যন্ত্রালয়, ৩। গৌড়ীয় মিশন পরাবিদ্যাপীঠ রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউট, ৪। গৌড়ীয় মিশন গ্রন্থ মন্দির,
৫। গৌড়ীয় মিশন দাতব্য চিকিৎসালয়,
৬। শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গৌড়ীয় মঠ, গোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া-741315, ফোনঃ-034722-48218,
৭। শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গ্রন্থ মন্দির,
৮। শ্রীকুঞ্জকুটীর, বেলেডাঙ্গার মোড়, পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া-741104 ফোনঃ-7602817814
৯। শ্রী প্রপন্নাশ্রম মঠ, পোঃ আমলাজোড়া, বর্দ্ধমান-713212 ফোনঃ-2520-358 STD-0343
১০। শ্রীভাগবত-জনানন্দ মঠ, চিরুলিয়া, পোঃ মহেশপুর, মেদিনীপুর (পূর্ব), পিন-৭২১৪৫২, মো ঃ ৭৬০২৯৭৬৮৫, ৯৯০৩০৬৫২৬২
১১। শ্রীভাগবত আশ্রম, কুলুশীর্ষা, কুড়মিঠা, বীরভূম (পঃবঃ)
১২। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, চটক পর্বত, গৌরবাটসাহী পোঃ পুরী-752001 (উড়িষ্যা), মো ঃ ০৯৮৬১৩৬৯৪১৭
১৩। আর্তাশ্রম, পুরী, ১৪। গৌড়ীয় মিশন দাতব্য ঔষধালয়, ঐ
১৫। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, গৌড়ীয় মিশন রোড, উড়িয়া বাজার, কটক-753001 ফোন ঃ-2420432 STD 0671
১৬। পরমার্থী প্রিন্টিং প্রেস, ঐ
১৭। শ্রী ব্রহ্ম গৌড়ীয় মঠ, আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী, পিন-752011 মোঃ 09937355847/ 07873515784
১৮। আর্তাশ্রম, আলালনাথ, ঐ
১৯। শ্রী চৈতন্যপাদপীঠ, যাজপুর, পোঃ যাজপুর উড়িষ্যা
২০। শ্রীমাধবেন্দ্র গৌড়ীয় মঠ, রেমুণা, বালেশ্বর-756019 উড়িষ্যা মো ঃ 096920 22603
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পথ, মিঠাপুর, পাটনা-800001 (বিহার) ফোন-2200854 STD-0612
২২। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, গৌতমবুদ্ধ রোড, গয়া-823001 বিহার ফোন-2225116 STD-0631 মো ঃ ০৯৪৩০৬৩৮৯৮৪
২৩। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ, 77 নং তুলারামবাগ এলাহাবাদ-211006 (ইউ. পি.), মো ঃ-09451179811, 08005333259
২৪। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ, 8/17 বড়গম্ভীর সিং, বারাণসী- 221001 ফোন ঃ-2275-952 STD-0542
২৫। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ, কিশোরপুরা, বৃন্দাবন, মথুরা-281121 মোঃ-০৮৭৫৫৫০৮৪১৩
২৬। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, মতিনগর, লক্ষ্ণৌ-226004 ফোন ঃ-2692314 STD-0522
২৭। শ্রীভক্তিকেবল ঔডুলোমি গৌড়ীয় মঠ, সুভাষনগর, মোগলসরাই (ইউ. পি.), পিন-২৩২১০১, ফোন-256022 STD-05412
২৮। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, F 1/1, হাউজ খাস, নিউ দিল্লী পিন-110016, ফোন-26868743, STD-011
e-mail : gaudiyamath.delhi@gmail.com
২৯। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, গান্ধীনগর, বান্দ্রা (পূর্ব) মুম্বাই-400051, ফোন-26591212 STD-022
e-mail : gaudiyamission.mumbai@gmail.com
৩০। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ, পোঃ কুরুক্ষেত্র, জেলা কুরুক্ষেত্র, হরিয়ানা-136118, ফোন-9467328883
৩১। শ্রীরাধাগোবিন্দ গৌড়ীয় মঠ, লালা, হাইলাকান্দি আসাম-788163, ফোন-244-484, STD-03844
৩২। শ্রীগৌরগোবিন্দ গৌড়ীয় মঠ, বাসুদেবপুর, পোঃ খঞ্জনচক হলদিয়া, পূর্ব মেদিনীপুর। মোঃ - 9434345435
৩৩। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, গ্রাম-শিংপুর, পোঃ-বাদলপুর, থানা-সবং পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১১৬৬, মোঃ - 9635185495
৩৪। শ্রীরাধাকুঞ্জ গৌড়ীয় মঠ, কোনই রোড, পোঃ- রাধাকুণ্ড, জেলা-মথুরা, (U.P.), পিন-281504, মোঃ 09454875061, 08979369504
৩৫। গৌড়ীয় মিশন, Bye Lane Rodali Path, গ্রাম-উদালবাক্রা, পোঃ-লাল গণেশ, কামরূপ মেট্রো, পিন-৭৮১০৩৪ আসাম-৯৭০৬৫৭২৩১, মোঃ ০৯৭০৬৫২৭২৩১
৩৬। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, হেমন্ত মুখার্জী সরনি, ওয়ার্ড নং ৩০,দেশবন্ধু পাড়া, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০৪, মোঃ ০৯৮৭৪৯৬৬২৪১/৭৬৯৯০৮৩৮২৭
৩৭। শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠ, 27 ক্রানহার্ষ্ট রোড লণ্ডন N.W.2 4LJ UK. ফোন-0044-208-4522733
৩৮। শ্রীভক্তি শ্রীরূপ ভাগবত গৌড়ীয় মঠ, ১৮০ ফুলটন এভিনিউ, রচেষ্টার, নিউইয়র্ক-14613, U.S.A. ফোন-0015854588053
e-mail :- gaudiyamissionusa@gmail.com

প্রবন্ধ-সূচী

প্রবন্ধের নাম	লেখক	পত্রাঙ্ক
১। সারকথা	শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত হইতে সংগৃহীত।	৩
২। প্রশ্নোত্তরে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের উপদেশামৃত ও শ্রীল আচার্য্যপাদের উপদেশাবলী	—	৪
৩। শ্রীল গোস্বামীপাদের অন্তিমকালীন কয়েকটি হরিকথা	শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজ।	৫
৪। ভগবদ্ সেবায় স্থিতি লাভই জীবনের উদ্দেশ্য	শ্রীল গুরু গোস্বামী ঠাকুরের ভাষণ	৬
৫। আমার প্রভুর কথা	শ্রীশ্রীল গুরুগোস্বামী ঠাকুর	৭
৬। মহারাজ ভরত	পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে	৮
৭। পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুদেবের বিরহ মহোৎসব	সংগ্রাহক—রুক্মিণী দাসী	৯
৭। প্রচার প্রসঙ্গ	শ্রীল গুরুগোস্বামী ঠাকুরের উড়িষ্যার প্রচার	১২
৮। কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠান	—	১৪
৯। শ্রীচৈতন্য জন্মোৎসব ও মেলা অনুষ্ঠান সূচী	—	১৫
১০। গুরুপূজার আমন্ত্রণ পত্র	—	১৭
১১। দক্ষিণ ২৪ পরগণায় একটি নিঃশুল্ক চিকিৎসা শিবির	—	১৭
১২। শ্রীশ্রীনবদ্বীপ ধাম পরিক্রমা	—	১৮

শ্রী শ্রী গুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ
বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার পাত্ররাজ-প্রবর
শ্রীশ্রী স্বরূপ-রূপানুগ ধর্মপালক-প্রচারক শ্রীমদ্‌গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক সংরক্ষক নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত নিত্যলীলা
প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজ ও নিত্যলীলা প্রবিষ্ট
ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-শ্রীরূপ ভাগবত মহারাজের কৃপাশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত
**গৌড়ীয় মিশনের বর্তমান পাত্ররাজ ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি সুহৃদ্ পরিব্রাজক
মহারাজের নিয়ামকত্বে পরিচালিত পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা।**
**(নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজের
কৃপাশীর্ব্বাদে ইং ১৯৬৩ সনে প্রথম প্রকাশিত)**

শ্রীভক্তি-পত্র

**"ভক্তিযোগ, ভক্তিযোগ, ভক্তিযোগ ধন।
ভক্তি এই—কৃষ্ণ-নাম-স্মরণ-ক্রন্দন ॥"**
—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর

**"ভক্তিবিনা কোন সাধন দিতে নারে ফল।
সব ফল দেয় ভক্তি স্বতন্ত্র প্রবল ॥"**
—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী

৫৬ বর্ষ ❀ ৬ষ্ঠ সংখ্যা ❀ পৌষীপূর্ণিমা সংখ্যা ❀ পৌষ, ১৪২৫ ❀ জানুয়ারী, ২০১৯

সারকথা

বৈষ্ণবের শেষ-ভক্ষণের এতেক মহিমা।
কালিদাসে পাওয়াইল প্রভুর কৃপা-সীমা ॥
তাতে 'বৈষ্ণবের ঝুটা' খাও ছাড়ি' ঘৃণা-লাজ।
যাহা হৈতে পাইবা নিজ বাঞ্ছিত সব কাজ ॥
কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট হয় 'মহাপ্রসাদ' নাম।
'ভক্তশেষ' হৈলে 'মহা-মহাপ্রসাদাখ্যান' ॥
ভক্তপদ-ধূলি আর ভক্তপদ-জল।
ভক্ত-ভুক্ত-অবশেষ—তিন মহাবল ॥
এই তিন-সেবা হইতে কৃষ্ণপ্রেমা হয়।
পুনঃ পুনঃ সর্বাশাস্ত্রে ফুকারিয়া কয় ॥
(চৈঃ চঃ অঃ—১৬।৫৭-৬১)

বন দেখি' ভ্রম হয়—এই 'বৃন্দাবন'।
শৈল দেখি' মনে হয়—এই 'গোবর্ধন ॥'
যাহাঁ নদী দেখে তাহাঁ মানয়ে—'কালিন্দী'।
মহাপ্রেমাবেশে নাচে প্রভু পড়ে 'কান্দি' ॥
(চৈঃ চঃ মঃ—১৭।৫৫-৫৬)

মুক্তি-হেতুক, তারক হয় 'রামনাম'।
'কৃষ্ণনাম' পারক হঞা করে প্রেমদান ॥
(চৈঃ চঃ অঃ—৩।২৫৭)

রঘুনাথের পাদপদ্মে বেচিয়াছোঁ মাথা।
কাড়িতে না পারোঁ মাথা, পাঙ বড় ব্যথা ॥
(চৈঃ চঃ অঃ—৪।৪০)

প্রশ্নোত্তরে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের উপদেশামৃত

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সুতরাং সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক নশ্বর উপকারের প্রস্তাব মহাপ্রভু ও মহাপ্রভুর ভক্তগণ কখনও করেন নাই। মহাপ্রভুর উপকার কোনদিন কাহারও কোন মন্দ প্রসব করে নাই। তাই মহাপ্রভুর দয়া অমন্দোদয়দয়া। এইজন্যই বলি—মহাপ্রভু মহাবদান্য, মহাপ্রভুর ভক্তগণ মহা-মহা-বদান্য। এ সকল গল্পের কথা নয়, কাব্য-সাহিত্যের কথা নয়—সব চেয়ে বড় সত্য কথা।

মহাপ্রভুর দয়াটা হচ্ছে পরিপূর্ণ দয়া, আর যত দয়া সব limited—সব বঞ্চনাময়ী। মৎস্যদেব, কূর্মদেব, বরাহদেব, রামচন্দ্র, এমন কি কৃষ্ণচন্দ্র পর্যন্ত নিজ আশ্রিত জনের প্রতি মাত্র দয়া বিতরণ করেছেন, কিন্তু বিরোধীগণকে সংহার করেছেন, আর মহাপ্রভু বিরোধীকে দয়া করেছেন—যেমন কাজী, বৌদ্ধগণকেও তিনি অমন্দোদয়দয়া বিতরণ করতে কুণ্ঠিত হন নাই। রামোপাসক রামায়েৎগণকেও তিনি শুদ্ধ বৈষ্ণব করেছেন।

প্রঃ—আমার সম্বন্ধজ্ঞান হয়েছে তা কি করে বুঝবো?

উঃ—দিব্যজ্ঞানদাতা শ্রীগুরুদেবের কৃপায় সম্বন্ধজ্ঞান লাভ হয়। গুরুকৃপায় যেদিন সম্বন্ধজ্ঞান হয়, সেদিন জানতে পারা যায়—কৃষ্ণই আমার নিত্যপ্রভু, আমি কৃষ্ণের নিত্যদাস, কৃষ্ণসেবাই আমার নিত্য ধর্ম।

কৃষ্ণই একমাত্র সমগ্র বিশ্ব এবং বিশ্বের অতীত দ্বিদল বৈকুণ্ঠের একচ্ছত্র সম্রাট্। সুতরাং তাঁর পূজায় কেউ বাধা দিতে পারে না। তাঁর পূজা সকলেই করছে, কিন্তু অবিধিপূর্বক পূজা হলে পূজাকারীর কোন সুবিধা হয় না। যাঁরা সূর্য্য, গণেশ, শক্তি প্রভৃতির পূজা করছেন, তাঁরাও কৃষ্ণের ছায়া-শক্তির পূজা করছেন। কারণ কৃষ্ণ হতে কারো স্বতন্ত্র অধিষ্ঠান নাই। কিন্তু ছায়ার পূজা হয়ে যাওয়ায় তাঁদের স্বরূপজ্ঞান বা সম্বন্ধজ্ঞান হচ্ছে না।

প্রঃ—সেবা বাদ দিয়ে নিজে সুখে থাকবার চেষ্টা কি ভাল?

উঃ—কখনই না। নিজে সুখে থাকবার চেষ্টা ত' অভক্তি। যে ব্যক্তি হরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবা বাদ দিয়ে নিজ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে ব্যস্ত থাকেন, তিনি অপরের নিকট হতে সেবা চাহিলেও অপরে তাঁর সেবায় ব্যস্ত হন না, পরন্তু তিনি সকলের উপেক্ষা ও অপ্রশংসার পাত্র হয়ে থাকেন, পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি নিজ সুখ-সুবিধা অগ্রাহ্য করে গুরুকৃষ্ণের সেবায় সর্বক্ষণ কায়মনোবাক্যে নিযুক্ত থাকেন, তাঁর সেবা করবার জন্য লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি, এমন কি স্বয়ং মহাপ্রভু পর্য্যন্ত এসে উপস্থিত হন।

প্রঃ—শ্রীভগবন্নাম কিভাবে গ্রহণ করিতে হইবে?

উঃ—শুদ্ধভক্তগণ পাপনিবারণ পূণ্যসংগ্রহ কিংবা স্বর্গপ্রাপ্তির জন্য অথবা জগতের দুর্ভিক্ষ, মহামারী, অশান্তি, রাষ্ট্রবিপ্লব, রোগনিবারণ, ধনকামনা, রাজ্যপ্রাপ্তি প্রভৃতি ভোগ্যবস্তু লাভের জন্য ভগবানকে ডাকেন না। ভগবন্নাম যখন সাক্ষাৎ পরমেশ্বর, তখন সেই পরমেশ্বর দ্বারা নিজের কোন ভোগের কার্য্য করাইতে চাহিলে ভগবানকে—পরমপূজ্য বস্তুকে ভৃত্যরূপে পরিগণিত করা হয়। তাহা অপরাধ। এজন্য ভগবানের সেবার জন্য ভগবানকে না ডাকিলে উহাকে ব্যর্থ নাম বৃথা নাম বলা হয়। যীশু বলেছেন—Dont take God's Name in vain..., *(ক্রমশঃ)*

শ্রীল আচার্য্যপাদের উপদেশাবলী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

৬। তাত্ত্বিক দৃষ্টি দিয়া এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত বস্তুকে দর্শন করিতে হইবে।

৭। যে বস্তু নিত্য স্থিতিশীল তাহাকেই তত্ত্ব বলা হয়।

৮। আমাদের পাঞ্চভৌতিক দেহের মধ্যে নিত্য স্থিতিশীল আত্মা—এই আত্মাই তত্ত্ব বা চিদ্বস্তু, আর এই দেহই অচিৎ বা নিরানন্দ বস্তু।

৯। অতত্ত্ব বা ভৌতিক বস্তুর অনুশীলন করিলে সাময়িক অর্থাৎ তাৎকালিক আনন্দ লাভ করা যায়, কিন্তু নিত্য আনন্দ লাভ হয় না।

১০। যতক্ষণ তাত্ত্বিক দৃষ্টি না আসে ততক্ষণ লীলা শ্রবণে অধিকার জন্মায় না। তাত্ত্বিক অনুশীলন দ্বারাই নিত্য সচ্চিদানন্দ বস্তুকে জানা যায়।

১১। প্রাকৃত যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তির কর্মাদির কুশলতা বা পারিপাট্য থাকলেও তারা বাস্তব তত্ত্ব জ্ঞান থেকে সর্বদা দূরে অবস্থান করে।

১২। অপ্রাকৃত চিদ্‌রস অনুভবী ব্যক্তিই প্রকৃত কৃষ্ণ তত্ত্ববিদ্। তিনিই পরোক্ষ ও অপরোক্ষ দর্শন লাভ করিয়াছেন। তাঁকে প্রকৃত গুরু বলা যায়। *(ক্রমশঃ)*

শ্রীল গোস্বামীপাদের অন্তিমকালীন কয়েকটি হরিকথা

আনন্দের ধারক ও পোষক

স্থান—বাগবাজার, তাং-১০-৫-২০১৮

আনন্দের বাজার খোলামেলা অবস্থায় ও বিক্রিত অবস্থায় থাকে, এতে কোনো restriction থাকে না। তাই উপাস্য মূর্ত্যমানে যখন এই—সেই বস্তুটির বেচা কেনা হয় তখন ওর মান নির্ণয় হয়। তার পূর্বে নয়। তার পূর্বে মালিন্য আসিতেও পারে এই বিষয়ে লেখকের সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়। বেশ কথা, অতি কথা আসিয়া লেখকের মাথা Puzzle করতে পারে।

এরপর শ্রেষ্ঠ আনন্দের কথা শুরু হয় তখন ''জয় জয় মাধব দয়িত'' কথা উচ্চারণ করার অধিকার আসে। ''মাধব দয়িত'' এই কথা যে কত বড় কথা তা ভেবেও কূল পাওয়া যায় না। যাঁরা কূল খুঁজে পায় তাঁরা কত বড় মহা ভাগবত এই কথা ভেবেও ভাবা হয় না বা ভাবতেও পারা যায় না। কথা বলতে ভাগবত কথা—এছাড়া সব অকথা বা কুকথা। এই সব কথা হৃদয়ে স্থান পাওয়া উচিত নয়। মনুষ্যোচিত হৃদে মহাবাক্যের মতো অন্য কোনো ইতর বাসনাক্রমে কোন কথার স্থান নাই, কেবল কৃষ্ণ বা কার্ষ্ণ কথা, যুক্তি কম আছে যা বিশ্বাসযোগ্যতা রাখে। এই মৌলিক কথাটা আলোচনার সময় অন্যান্য পক্ষের কথার সমালোচনা যোগ্যতা থাকে এতে কোনো সন্দেহ নাই। এছাড়া অন্য কোনো Concated (কাল্পনিক) শক্তের আবাহন চলে না। অতএব Article Writer সমান দৃষ্টি রাখা সুনিশ্চিত। ''মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি স্বতঃকৃষ্ণজ্ঞান'' কিন্তু ভক্তি করে বলে তাঁর (ভগবানের) সম্বন্ধ যুক্ত Material (জড়-ও না চিৎ-ও না) চিৎ এর সঙ্গে সম্বন্ধ আছে। আত্মা ও পরামাত্মা পরস্পর সমান ভাবে সম্বন্ধ যুক্ত। সম্বন্ধ রহিত বিষয় সমূহ সকলই মাধব। তখনই চিৎ বিলাসে অংশ গ্রহণ করার অধিকার। এখানে শক্তির অধিকারটা বস্তু শক্তি দান করে। এই ভাবে শ্রুতি স্মৃতি দ্বার দিয়ে ভগবানকে দেখতে হয়। মাধব দয়িত সম্বন্ধ এই মিলন হয়।

মাধব দয়িত রাধার পরিচয় দাতা

রাধার পরিচয়েই কৃষ্ণের পরিচয় হইয়া থাকে এই ভাবে মানিয়া লইলে আর কোনো সমস্যা থাকে না।

রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা, দুই দেহ ধরি'।
অন্যোন্যে বিলসে রস আস্বাদন করি' ॥

(চৈঃ চঃ আঃ ৪।৫৬)

আশ্রয় তত্ত্ব আর বিষয় তত্ত্ব এক হয়ে লীলা রস আস্বাদন করে এতে বিলাস তত্ত্ব আস্বাদন হয়। এটা মধুর হইতে মধুরতর। এই আশ্রয় তত্ত্বের কাছে বিষয় তত্ত্ব অধীন। অধীন তত্ত্বের কাছে সবসময় অধীশ তত্ত্ব বশীভূত থাকে। বশীভূত তত্ত্ব (রাধারাণী) তাঁর প্রভাবে কৃষ্ণের প্রভাব অল্প বিস্তর প্রভাবিত হয়। রাধা কৃষ্ণের প্রভাবটা রাধা-কৃষ্ণকে ছাড়িয়ে হতে পারে না। রাধারানী এতে Supremecy Comment (সর্বশ্রেষ্ঠ ভাব) করে।

Mindful Activities

A Mindful activity is unrequire to fulfil desires. How the blessed is the ceremonials when the Gurupadapadma discover, where everybody needs it. Gurupadpadma is no other than Gurudev who is no other then Haridev. This we know only from Gurudev. Gurudev informs us about our Gurudev who is no other than Sri Haridev who can be attained by devotional activites but not, Political activities. Very dangerous informating in our any comment etc.

"বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ ॥"

শ্রীল গোস্বামীপাদের বাণী

১। যাঁরা কৃষ্ণভজন করেন তারা চতুর। আর যারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগ হয়ে কৃষ্ণভজন করেন, তারা চতুর শিরোমণি।

২। ভগবৎ বস্তুতে অনুরাগ মায়িক বস্তুতে বিরাগ আনে।

ভগবদ্ সেবায় স্থিতি লাভই জীবনের উদ্দেশ্য

শিষ্যবর্গের সাধারণ সভায় শ্রীল গুরু গোস্বামী ঠাকুরের ভাষণ

স্থান-বাগবাজার, তাং-১৮-১১-২০১৮

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল গুরুবর্গের শ্রীচরণকমলে কৃপাভিক্ষা করে, গৌড়ীয় মিশনের পূর্বতন আচার্য নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজের শ্রীচরণকমল বন্দনা করে এবং গৌড়ীয় মিশনের শিষ্যবর্গের বিশেষ অধিবেশনে মিশনের সেক্রেটারী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজের শ্রীচরণে দন্ডবৎ প্রণাম জানিয়ে, উপস্থিত সমস্ত অনুগত ভক্তমন্ডলী এবং সমাজের কিছু উচ্চপদস্থ সজ্জনগণের প্রতি আমার শুভেচ্ছা জানিয়ে আজ ভক্তি সম্বন্ধীয় কিছু কথা পরিবেশন করে আত্মশোধন করার প্রয়াস করছি।

বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠে ভক্তিবর্দ্ধক কথার আলোচনাসভা প্রায়ই অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু আজ বহুদিনের সঙ্গী weighty এক অভিভাবকের অভাব নিশ্চিতরূপে আমরা সকলে অনুভব করছি। আমি আজকে আমার Chair থেকে অন্য একটা Chair-এ এসেছি। যোগ্যতার বিচারে শূন্যতা আমাকে চিন্তান্তিত করলেও শ্রীশ্রীগুরুবর্গের মিশন, সম্পত্তি, ভক্তিধন কাউকে না কাউকে রক্ষা করতেই হবে। সে বিষয়ে যদি বৈষ্ণবগণ আমাকেই চয়ণ করে থাকেন আমার ভেতর থেকে একটা spirit নিশ্চয়ই কাজ করবে। সামনে এগিয়ে দিয়ে আমাকে তারা গুরু হিসেবে না মানলেও তাদের Chief Commander হিসেবে নিযুক্ত করেছেন এটাই আনন্দ এবং উৎসাহের কথা। গৌড়ীয় মিশন ভক্তিধর্মের আচার প্রচারমূলক প্রতিষ্ঠান। ঈশ্বরে ভক্তি এবং সেই ভক্তিতে নিযুক্ত হয়ে নিজের সংশোধন পবিত্রতা আনয়ন, নিজেকে মহান করে কৃষ্ণ দাসত্বে স্থিতি করিয়ে তাঁর সেবা করা এবং অন্যকে সঙ্গ দিয়ে ভক্তি পথে এগিয়ে দেওয়া গৌড়ীয় মিশনের মূল উদ্দেশ্য। এখানে আর অন্য কোন কথা নাই। যে কথা আমাদের গুরুবর্গ বলতেন সেকথা আজ আমাকে বলতে হবে আর তাতে গুরুবর্গই ভরসা। এতদিন শাস্ত্রের কথা তত্ত্ব কথা পান্ডিত্যের কথা জোর দিয়ে বলতাম কিন্তু আজ অন্যভাবে বলতে হবে। গুরুবর্গ যেভাবে বলেছেন সেই ধারাতে বলতে হবে। তাঁদের আশয় বুঝে, তাঁদের জনকে সঙ্গে নিয়ে, তাদের পালন করবার প্রবৃত্তি নিয়ে বলতে হবে। এ এক বিরাট সেবা, চিন্তা করলে নৈরাশ্য আসছে বটে কিন্তু সামনে মহাজন প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ দুই দিকে বৈষ্ণব বৈষ্ণবীগণ পরিবেষ্টিত ভজনময় পরিবেশ থাকলে বরং আনন্দেরই কথা। জীবনে যে উদ্দেশ্য নিয়ে সংসার ত্যাগ করা হয়েছিল সেই উদ্দেশ্যের পথে হাঁটবার একটা বিরাট সুযোগ এলো—এক ধাপ এগিয়ে এলাম। আজকে সন্ন্যাসীগণ, ব্রহ্মচারীগণ সভায় যে সব কথা বলছেন তা আশ্চর্য্যের কিছু নয়। এসব কথা গুরুবর্গের কৃপায় আসছে। যারা ভগবৎ পথের যাত্রী, গোলকের পথের যাত্রী তাদের সঙ্গ দেওয়ার জন্য যদি আমার প্রতি একটা দায়িত্ব আসে তো এর থেকে আনন্দের আর কি হতে পারে। নিজের এগিয়ে যাওয়ারও একটা সুযোগ করে দিয়েছেন গুরুবর্গ। গত ০৪-১১-২০১৮ তারিখ আমার অভিষেকের দিন হতে আজ পর্য্যন্ত আমি কৃপাপ্রার্থী হয়ে তাকিয়ে ছিলাম উপরের দিকে, indirect আদেশ সময় সময়ে এলেও এখন ভেতর থেকে প্রেরণা আসছে অনুভব করছি। আমার বয়ঃজ্যেষ্ঠ, সমবয়সী ও কনিষ্ঠগণ যখন আমাকে 'গুরুদেব' বলছেন তখন ভেতর থেকে ভালো লাগার কথা দূরে সরিয়ে দিয়ে 'আমার গুরুদেবকে গুরুবর্গকে এইভাবে ভালোবাসতে হবে'—এই প্রেরণা জাগাচ্ছে। যখন আমার উদ্দেশ্যে বলা হচ্ছে 'গুরুদেব! কবে তব করুণা প্রকাশে' তখন ঐরূপ প্রার্থনা আমার গুরুদেবকে করবার ইচ্ছা জাগাচ্ছে, ইন্ধন জোগাচ্ছে, উৎসাহ বর্দ্ধন করছে। আমার স্তব ও প্রণাম করে তারা যেন আমাকে উৎসাহ দিচ্ছে যে আমি যেন প্রণাম নেওয়ার প্রবৃত্তি থেকে দূরে সরে গুরুদেব ও গুরুবর্গকে এভাবেই প্রণাম করি। বড় আনন্দের কথা, উপযোগী কথা যে একটা বড় সেবা পেয়েছি। আমি খাটতে চাই, খাটার কাজও পেয়েছি ভেতর থেকে আনন্দ হলেও একটা ভয় হয়। প্রচুর বাধা বিপত্তি অপেক্ষা করে আছে। কিন্তু ভয় দূর হচ্ছে আপনাদের সঙ্গের প্রভাবে। আসাম, উড়িষ্যা, পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে ভক্তগণ এসেছেন তাদের উৎসাহ বর্দ্ধক কথা আমাকে ভয় থেকে সরিয়ে নিয়ে এগিয়ে থাকার প্রেরণা দেবে এটা নিশ্চিত সত্য। আমি যখন সেক্রেটারী পদে ছিলাম

বিপদে-আপদে শ্রীশ্রীগুরুবর্গকে ডেকেছি। তাঁদের কৃপাপ্রার্থনা করেছি। কিন্তু আজকে যে আসনে বসেছি গুরুবর্গকে আরো কাছে পেলাম। আর যে সব ভক্তগণ এতদিন ভয়ে আমার থেকে দূরে থাকতেন তারাও আজ কাছে এসে প্রেরণা দিচ্ছেন যে আপনার সঙ্গে আমাদেরকেও গোলোকে নিয়ে যেতে হবে।

আমরা ঈশ্বরের অংশ। মায়ার সান্নিধ্যে এসে যে কালিমাযুক্ত হয়েছি ঈশ্বরের আরাধনা করে সেই কালিমামুক্ত হয়ে আমাদেরকে ঈশ্বরের নিত্য সেবায় যেতে হবে। গৌড়ীয় মিশনের আর কোন উদ্দেশ্য নেই। আমার উদ্দেশ্য বহু ছিল কিন্তু আজকে সে সব উদ্দেশ্য একটা জায়গায় কেন্দ্রীভূত হতে চলেছে। এই জীবনের উদ্দেশ্য হলো ঈশ্বরকে পাওয়া, তাঁর নিত্যসেবা লাভ করা, তাঁকে জানা ও ভালোবাসা। সেই যাত্রাপথের যাত্রী যারা তাদের কাছে আমি আজ গুরুদেব। ভাবতে অবাক লাগলেও আজ সবই সুন্দর ভাবে সম্পন্ন হলো। সুন্দর আমাদের জীবন, সুন্দর আমাদের মিশন ও আমাদের সঙ্গী বৈষ্ণবগণ। আমি সকলের নিত্য মঙ্গল কামনা করে সকলকে সঙ্গী করে জীবনের শেষ উদ্দেশ্যকে পূরণ করতে চাই। এই কার্যে শ্রীশ্রীগুরুবর্গ আমাদের সাথে থাকুন—এই প্রার্থনা। ❑

আমার প্রভুর কথা

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী গোস্বামী মহারাজের লিখিত প্রবন্ধ

(পূর্বপ্রকাশিত ভক্তিপত্র ৫৬ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যার পর)

আমার প্রভুর পরিভ্রমণের বাৎসরিক একটা রুটিন ছিল। প্রত্যেক বৎসর জন্মাষ্টমী মহোৎসব মিশনের প্রধান কার্যালয় বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠে পালন করতেন। নিজ শ্রীগুরুপাদপদ্মের অনুসরণে শ্রীল প্রভুপাদের ন্যায় বাগবাজার মঠে মাসাধিককাল ব্যাপী শ্রীশ্রীহরিস্মরণ মহোৎসব কলকাতায় পালন করে উত্তর ভারতের শ্রীধাম বৃন্দাবনের দিকে যাত্রা করতেন। কার্ত্তিক মাসে উজ্জ্বাব্রতকালে মাসাধিক কাল প্রথম দিকে শ্রীধাম বৃন্দাবনে শেষের দিকে এলাহাবাদে অবস্থান পূর্বক সজাতীয়-স্নিগ্ধ ভক্তসঙ্গে নিয়মসেবা পালন করতেন। ঐ সময় মঠের মধ্যে একটা Tight Shedule এ সকলকে ভজনে বেঁধে রাখতেন। সকাল সন্ধ্যায় শ্রীগুরুর আরতির পর অল্প কিছুক্ষণ হরিকথা বলতেন। ভজন বিষয়ে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সিদ্ধান্ত প্রকাশ করতেন। এক বৎসর তিনি 'শরণাগতি' বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যাখ্যা করেছিলেন যা Audio Cassete এ আজও কোন কোন ভক্তের কাছে পাওয়া যায়।

সে যাই হোক আচার্যলীলার শেষের দিকে আমার প্রভুর এলাহাবাদ মঠে অবস্থান পূর্বক নিয়মসেবা ব্রত পালন করতেন। ব্রত শেষে তিনি লক্ষ্ণৌ মঠে ৫-৭ দিন অবস্থান করতেন। ঐ সময় তাঁর নিয়ম ছিল প্রত্যেক মঠের বিগ্রহগণের দর্শন করে আরতি করতেন পরে সম্মুখে দাঁড়িয়ে স্তব পাঠ করতেন। আমি একবছর মঠরক্ষক প্রভুর নির্দেশে ঐ উৎসবে যোগদান করবার জন্য কুরুক্ষেত্র হতে লক্ষ্ণৌ মঠে ৩-৪ দিনে জন্য গিয়েছিলাম। ঐ সময় ঐরূপ নিয়ম ছিল শ্রীল গুরুদেব কোন শাখা মঠে এলে পাশের মঠ হতে ২-১ জন সেবক পাঠাতে হতো। আমি সেইসূত্রে শ্রীগুরুপাদপদ্ম দর্শনের সুযোগ পাই। মঠবাস জীবনের এটাই ছিল **তৃতীয়বারের দর্শন**। সাক্ষাতে প্রভুর সেই স্তব শোনার সৌভাগ্য হলো। সেই সুমধুর কণ্ঠস্বর, দেবভাষা সংস্কৃত উচ্চারণ আজও কানে বাজতে থাকে। সেই স্তব যাঁরা শুনেছেন তাঁরা নিশ্চয়ই অনুভব করেছেন উপস্থিত সকলেই যেন গোলকীয় পরিবেশে বিরাজ করতেন। নিঃস্তব্ধ অথচ অপ্রাকৃত শব্দের (শ্রীল গোস্বামীগণ বিরচিত) ঝঙ্কারে বিগ্রহগণ নন্দিত হচ্ছেন—এইরূপ ভাব। শোনার সৌভাগ্য হয়েছিল তাই অনুসরণ করে বলার বা স্তব করবার চেষ্টা করি আজও।

ঐ চারদিনের মধ্যে একদিন শাসন বাণী পাওয়ার সৌভাগ্য হলো। ভক্তি জগতেও অনুশাসন রয়েছে। শাসনহীন জীবনে সাধকের উন্নতি নাই। এখানে অনুশাসন আরোও বেশী এবং নিখুঁত। আমার প্রভুর খুব কম শাসন করতেন কারণ শাসন কেউ চায় না সকলেই চায় স্নেহ। শাসন স্বীকার বা গ্রহণ না করলে শিষ্যের প্রকৃত মঙ্গল হয় না। মঠবাসের প্রায় তিন বছর পরে এই প্রথম শাসনবাক্য শুনবার সৌভাগ্য হলো। তাও আবার নিজ প্রভুর (শ্রীল গুরুমহারাজ) দ্বারা। সকালে তাঁর ভজন কুটীরে গুরু আরতির পর দু-চারটি কথা শিক্ষা প্রসঙ্গে বলতেন। ঐদিন বিকাল বেলায় তিনজন ব্রহ্মচারীকে দেখে তাঁকে প্রণাম করে দাঁড়াতেই প্রথমে আমাকে লক্ষ্য করে সামান্য সক্রোধ বচনে বললেন—"যদি তোমার জন্য কোন মঠবাসী মঠ ছেড়ে চলে যায় তাহলে তোমাকেও একদিন মঠ হতে বিদায় নিতে হবে জেনে রাখো।" আর একজন ব্রহ্মচারীকে লক্ষ্য করে বললেন—" তুমি লাল কাপড় নিয়েছ তার মানে

তুমি বড় বৈষ্ণব হয়ে গেছো, নিজেকে বিরাট বৈষ্ণব বলে অহংকার কর, মরবে। 'আমি বৈষ্ণব' এই অভিমান ভালো নয়।'' অপর মঠরক্ষক এক ব্রহ্মচারীকে লক্ষ্য করে শাসনবাক্যে বললেন—''তুমি মঠরক্ষক হয়েছো একটা কি নাকি হয়ে গেছো। সেবকদের তাড়ন-ভর্ৎসন অধিকার পেয়ে ধরাকে সরা জ্ঞান করছ—ঠিক নয়। তুমি সেবক, তাঁরাও সেবক। তাঁদের স্নেহ দিয়ে পালন করার বৃত্তি তোমার থাকা দরকার।'' ঈষৎক্রোধযুক্ত অথচ মিষ্টবাণীর দ্বারা শাসন আমার প্রভুর এক অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য।

এই প্রথম আমার প্রভুর শাসন বাণী শুনলাম। মনটা প্রথমত একটু খারাপ লাগলেও পরে চিন্তা করলাম এটির প্রয়োজনীয়তা আছে। এটি আমার প্রভুর আমার প্রতি আদেশ বা শিক্ষা। স্নেহের মাধ্যমে বহু শিক্ষা পেয়েছি শাসন দ্বারা শিক্ষা ত পাইনি—এটা পাওয়া বা গ্রহণ করা আমার ভাগ্য। তখন এরূপ বোধ হয়েছিল আর আজ মনে হচ্ছে কি বিরাট কৃপা তিনি করেছেন। এরূপ শাসন আর কি পাব? এরূপ Direct কৃপা বড় দুর্লভ। অন্যের মাধ্যমে, ভগবানের দিক থেকে অনেক শাসন আজও আসে কিন্তু নিজ ইষ্টদেবের ঐ মিষ্টি শাসন সাধক জীবনের একটা বিশাল লাভ। আর কি সেই শাসন পাব? মহাজনের শাসন, বৈষ্ণবগণের শাসন কটুযুক্ত হলেও সাধক জীবনে এর উপযোগিতা কি-আজ মর্মে মর্মে উপলব্ধি হয়। *(ক্রমশঃ)*

মহারাজ ভরত

পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে (শ্রীমদ্ভাগবত বর্ণিত)

জড় ভরতের ব্রহ্মতেজ-দ্বারা সন্তপ্ত হয়ে দেবী অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। তাঁর মুখমণ্ডল ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ করল। তিনি অট্টহাস্য করতে করতে প্রতিমা থেকে বেরিয়ে এসে তরবারি দিয়ে পাপিষ্ঠ দস্যুগণের মস্তক ছেদন করে ফেললেন। ভদ্রকালী ডাকিনীগণের সঙ্গে সেই ছিন্ন মস্তক থেকে নির্গত রক্ত পান করলেন। মহদ্ব্যক্তিগণের প্রতি হিংসা সাধিত হলে হিংসাকারিগণেরই প্রভূত অহিত হয়ে থাকে। দেহাদিতে অভিমান রহিত সর্বভূতে প্রীতিযুক্ত শরণাগত ভক্তকে ভগবান সর্বদাই রক্ষা করেন। একান্ত শরণাগত পরমহংস বৈষ্ণবগণ শিরচ্ছেদন কালেও নির্বিকার থাকেন।

সিন্ধু ও সৌবীর দেশের রাজা রহুগণ শিবিকা আরোহণে কপিলাশ্রমাভিমুখে যাচ্ছিলেন। প্রধান শিবিকাবাহক ইক্ষুমতী নদীর তটে এসে শিবিকা বহনে আরও এক বাহকের প্রয়োজন অনুভব করায় বাহক অন্বেষণ করতে গিয়ে দৈবযোগে ভরতকে দেখতে পেল। ভরতকে যুবক, স্থুলকায়, দৃঢ়াঙ্গ দেখে তাহার পছন্দ হল, সে জোর পূর্বক তাকে শিবিকা বহনকার্য্যে নিযুক্ত করল। ভরতের শিবিকা বহনে অভ্যাস না থাকায় এবং বহনকালে তাঁর পদস্পৃষ্ট হয়ে কোন পিপীলিকাদি প্রাণি-হিংসা না হয়, সেই বিষয়ে সাবধানতা অলম্বন করায় ভরত অসমানভাবে পদবিক্ষেপ করছিলেন। তাতে শিবিকাটি আন্দোলিত হচ্ছিল। পাল্কীতে উপবিষ্ট মহারাজের কষ্ট হওয়ায় তিনি বাহকগণকে সাবধানে চলতে বললেন। বাহকগণ ভীত হয়ে রাজাকে জানাল,—তাদের দোষ নাই, একজন নূতন সেবক তাদের মত তালে তালে চলতে পারছেন না বলে রাজার অসুবিধা হচ্ছে। পরম ধার্মিক হলেও রাজ-স্বভাবশতঃ রাজার ক্রোধের উদ্রেক হল। রাজা ব্রহ্মতেজঃ সম্পন্ন ভরতকে দেখে বললেন—'তুমি ক্লান্ত হয়েছ? বোধহয় অনেক পথ চলায় এখন চলতে কষ্ট হচ্ছে, তুমি বৃদ্ধ হয়েছে। তোমার শরীর স্থুল নয়, তোমার অঙ্গ দৃঢ় নয়?' রাজা পরিহাসের সহিত তিরস্কার করলেও স্থূল ও লিঙ্গদেহে আত্মবুদ্ধিরহিত ভরত মৌন হয়ে পূর্ববৎ শিবিকা বহন করতে লাগলেন। শিবিকা পুনরায় আন্দোলিত হলে রাজা ক্রোধাবিষ্ট হয়ে বললেন—'তুই এ কি করছিস? তোর কি কোন বোধ নাই? আমি তোর প্রভু, তুই আমাকে অনাদর করে আমার আজ্ঞা লঙঘন করছিস, তোকে শাস্তি না দিলে তোর বোধোদয় হবে না।' ভরত রহুগণ রাজা কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হয়ে মৃদু হাস্য সহকারে ভাগ্যবান মহারাজ রহুগণের প্রতি কৃপা পরবশ হয়ে তত্ত্বজ্ঞানগর্ভ কিছু কথা বললেন—'আমি দেহ থেকে ভিন্ন, আমি বাহক নই, সুতরাং বহন জনিত আমার শ্রান্তিক্লান্তি কোথায়? গম্যস্থান সম্বন্ধে আমার আত্মার উদ্দেশ্য না থাকায় আমার তজ্জনিত ক্লেশ নাই। আমার দেহটা স্থূল হতে পারে, কিন্তু আমি স্থূল নই। স্থূল, কৃশ, মনঃ-পীড়া, ব্যাধি, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ভয়, কলহ, বিষয়-ভোগবাসনা, জরা, নিদ্রা, ক্রোধ, শোক, মোহ—এই সকলই দেহাভিমান থেকে জাত। আমার দেহাভিমান না থাকায় আমার সেই সব কিছুই নাই। আমি কেবল জীবন্মৃত নহি, পরিণামশীল বস্তুমাত্রই আদি-অন্তযুক্ত। প্রভু-ভৃত্য সম্বন্ধ নিত্য নয়। কালবশে রাজ্য নষ্ট হলে, ভৃত্য রাজার পদ লাভ-করতে পারে, রাজা তার ভৃত্য হতে পারে। আমি রাজা বা আমি ভৃত্য, এই ভেদবুদ্ধি ব্যবহার-জনিত।

রাজাই বা কে, আর ভৃত্যই বা কে? আমি যদি উন্মত্ত সংসারী হই, আমার প্রতি দণ্ড বিধান নিষ্ফল, প্রমত্তকে দণ্ড প্রদান করলে প্রমত্ততা আরও বৃদ্ধি পায়, আমি যদি ব্রহ্মাত্মনিষ্ঠ হয়ে থাকি, সে ক্ষেত্রেও আপনার দণ্ড বিধান নিষ্ফল।' দ্বিজবর ভরতের হৃদয়-গ্রন্থিচ্ছেদক উপদেশ শুনে রহুগণ রাজার রাজাভিমান বিদূরিত হল। তিনি সত্বর শিবিকা থেকে নেমে ভরতের পাদপদ্মে নিপতিত হলেন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। রহুগণ রাজা ভরতের প্রকৃত পরিচয় জানতে চাইলেন, জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি কি বিশুদ্ধ সত্বময় মূর্ত্তি কপিল? মহারাজ দেবরাজ ইন্দ্রাদিকে ভয় পান না, কিন্তু ব্রাহ্মণাবজ্ঞারূপ অপরাধকে ভয় পান। ভরত সাক্ষাৎ ভগবদবতার কপিলদেব হয়ে কি পরীক্ষার জন্য গোপনে বিচরণ করছেন? বিবেকরহিত গৃহাসক্ত ব্যক্তি তাঁর মহিমা কি ভাবে জানতে পারবে? ভরতের মত মহাভাগবতের চরণে অপরাধ হলে শূলপাণির মত শক্তিমান পুরুষও বিনাশপ্রাপ্ত হবেন।

রাজা রহুগণের সঙ্গে কথোপকথন মাধ্যমে ভরত মুনি যে অমূল্য জ্ঞানোপদেশ করেছিলেন, তা শ্রীমদ্ভাগবত পঞ্চম স্কন্ধে একাদশ অধ্যায় থেকে চতুর্দ্দশ অধ্যায় পর্য্যন্ত বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে। প্রতি অধ্যায়ে ভরতমুনির উপদেশের আবশ্যকীয় সারমর্ম দেওয়া হল।

একাদশ অধ্যায়—

ন যাবদেতন্মন আত্মলিঙ্গং সংসারতাপাবপনং জনস্য।
যচ্ছোকমোহাময়রাগলোভবৈরানুবন্ধং মমতাং বিধত্তে॥
(৫।১১।১৬)

সংসার তাপের মূল মন। জীব যতদিন এটা জানতে না পারে, ততদিন সংসারে ভ্রমণ করে, কারণ রোগ, শোক, মোহ, রাগ, লোভ ও শত্রুতা—এই সকলের সঙ্গে মন যুক্ত হয়ে বন্ধন ও মমতাকে উৎপাদন করে।

দ্বাদশ অধ্যায়—

রহুগণৈতৎ তপসা ন যাতি ন চেজ্যয়া নির্ব্বপণাদ্ গৃহাদ্বা।
ন ছন্দসা নৈব জলাগ্নিসূর্যৈর্বিনা মহৎপাদরজোঽভিষেকম্॥
(ভাঃ ৫।১২।১২)

মহাভাগবতগণের পদধূলিতে যতদিন না কেহ অভিষিক্ত না হয়, অর্থাৎ মহতের কৃপা যতদিন লাভ না হয়, ততদিন তপস্যার (বানপ্রস্থ ধর্ম্মের) দ্বারা, দেবতাগণের উপাসনার দ্বারা, সন্তান উৎপাদন ধর্ম পরিত্যাগ অর্থাৎ সন্ন্যাসের দ্বারা অথবা গার্হস্থ্য ধর্মের দ্বারা, বেদাভ্যাস (ব্রহ্মচর্য্যের) দ্বারা অথবা জল, অগ্নি, সূর্য্যের দ্বারা (জল, অগ্নি, সূর্য্য প্রভৃতি দেবতাগণের উপাসনার দ্বারা) ভগবৎ তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় না (ভগবানকে পাওয়া যায় না)।

ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ অধ্যায়—

এই দুই অধ্যায়ে মহর্ষি ভরত দুস্তর ভবাটবীর (সংসার অরণ্যের) বিস্তৃত বর্ণন করেছেন।

রহূগণ ত্বমপি হ্যধ্বনোঽস্য সন্ন্যস্তদণ্ডঃ কৃতভূতমৈত্রঃ।
অসজ্জিতাত্মা হরিসেবয়া শিতং জ্ঞানাসিমাদায় তরাতি পারম॥
(ভাঃ ৫।১৩।২০)

ভরতমুনি রাজা বহূগণকে বলছেন—'আপনি মায়ার দ্বারা প্রবৃত্তিমার্গরূপ সংসারে প্রবিষ্ট হয়ে আছেন। দণ্ডদানাদি রাজকার্য ত্যাগ করে আপনি সর্বপ্রাণীর সঙ্গে বন্ধুতা করুন, বিষয়ের প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ করে হরিসেবারূপ জ্ঞান-অসির দ্বারা মায়া-পাশ ছিন্ন করুন। সংসার দিয়ে মুক্তি লাভ করুন। *(ক্রমশঃ)*

পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুদেবের বিরহ মহোৎসব

সংগ্রাহক—রুক্মিণী দাসী, গোদ্রুম

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

শ্রীপাদ পর্যটক মহারাজ—''শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীপাদ বলেছেন—''যে কূলে যে বংশে বৈষ্ণব অবতারে, তার প্রভাবে লক্ষ কোটি যোজন নিস্তরে।'' সেই চিরুলিয়া মঠের আশপাশ থেকে কত ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসী হয়েছেন। তিনি খুব সরল প্রকৃতির ছিলেন। চিরুলিয়া মঠের আশপাশ থেকে যত বুড়ি মায়েরা আসতেন, তারা গুরুদেবকে গালে ধরে আদর করতেন আবার দন্ডবৎও করতেন আর গুরুদেব হাসতেন। গুরুদেব তত্ত্বত কৃষ্ণই, কৃষ্ণই গুরুরূপে এসে জগত জীবকে তাঁর নিজের নাম, ধাম, সেবা দিয়ে উদ্ধার করেন। গুরুদেব তাঁর কীর্ত্তনের মধ্যে হৃদগত ভাব প্রকাশ করেছেন, প্রত্যেকটি শব্দে মধুঝরা ভাব। হৃদয়টি প্রেমে পুলকিত হয়। কীর্ত্তন গুলি পাঠ করলে—

''নিরন্তর পাঠ ফলে কুবুদ্ধি যাইবে চলে
কৃষ্ণপ্রেমে লভিবে প্রমোদ।''

যে রসটি তিনি দান করতে এসেছিলেন সেটি যেন তিনি কৃপা করে আমাদের দেন এই প্রার্থনা করি তাঁর শ্রীচরণ কমলে।''

শ্রীপাদ ভক্তিপ্রমোদ পুরীমহারাজ—''গুরুদেব হচ্ছেন দিব্যজ্ঞান প্রদাতা। গুরু এবং স্বয়ং ভগবান অভিন্ন। কৃষ্ণের যে সকল গুণ আছে শ্রীগুরুপাদপদ্মেও সে সকল গুণ বর্তমান। তাঁর মিষ্টি কথা এবং হরিকথা বলবার capacity অদ্ভুত। কি করে যে তিনি লোককে ভগবানের কথায় আকৃষ্ট করতেন তা অনবদ্য। তিনি যে সিদ্ধান্তের কথা বলতেন, শ্রবণ করে সকলে মুগ্ধ হয়ে যেত। তাঁর রচিত কীর্ত্তন শ্রবণ করলে পাষাণ পর্য্যন্ত গলে যায়।

শ্রীপাদ ভক্তিআশয় আশ্রম মহারাজ—''শ্রীল ভাগবত মহারাজ তাঁর আচার্য্যত্ব কালেই মিশনের ভবিষ্যত আচার্য্যরূপে শ্রীমদ্ভক্তি সুহৃদ পরিব্রাজক মহারাজকে মনোনীত করে গিয়েছিলেন। শ্রীল আচার্য্যপাদ বলেছিলেন যে পরিব্রাজক মহারাজ মিশন গত প্রাণ, 'মিশন' তাঁর বাড়ীর মতো মনে করতেন।''

শ্রীপাদ ভক্তিসুধীর সন্ত মহারাজ—''তিনি স্বতঃসিদ্ধ আচার্য্য। একদিন বাগবাজার মঠে আমার হাত দেখে বললেন তোমার তো অনায়াসেই চলে যাবে। তাঁর কৃপাতেই আমার অনায়াসে চলছে। তিনি গুরুমহারাজের আদেশ নির্দেশে নিজের জীবনকে পরিচালিত করেছেন। মিশনের জন্য তাঁর চিন্তা ভেতরে ভেতরে হতো, উপরে দেখে বোঝা যেত না। একবার তিনি ব্রহ্মচারী কালে রাগ করে পাটনা স্টেশনে বসেছিলেন। গুরুমহারাজ জানতে পেরে তাকে ডাকিয়ে এনে বলেছিলেন—''তুমি জানো, তোমার ওপর মিশনের কত বড় দায়িত্ব?'' তিনি যেভাবে আমাদের পালন করছিলেন তাতে মিশন সুষ্ঠুভাবেই পরিচালিত হচ্ছিল। তাঁর আশীর্ব্বাদ আমাদের উপর বর্ষিত হোক, আজকের দিনে তাঁর শ্রীচরণকমলে এটাই প্রার্থনা।''

শ্রীপাদ ভক্তি প্রসূন সাধু মহারাজ—''শ্রীল গোস্বামীপাদ কটক, পুরী, আলালনাথ মঠে মঠরক্ষকের সেবা দায়িত্ব পালন করেছেন। পরবর্তীকালে দশবছর লন্ডন মঠে থেকে বিপুল উন্নতি সাধন ও বেশ কিছু ভক্ত তৈরী করেছেন। ভারতে বহু মঠে মন্দির ও নাট্যমন্দির নির্মাণ ও সংস্কার কার্যাদি করেছেন। আমরা যেন তার পদাঙ্কিত পথে থেকে ভজন করতে পারি এই প্রার্থনা।''

শ্রীপাদ ভক্তি অকিঞ্চন মহারাজ—''শ্রীল গুরুদেব যখন কটক মঠে Incharge ছিলেন আমরা দু'জনে একসঙ্গে ভিক্ষা করতে যেতাম। তখন দেখেছি উনি কলেজের অধ্যাপক, উচ্চপদস্থ চাকুরীজীবী লোকেদের কাছে গিয়ে কি সুন্দর হরিকথা বলতেন, তারা শুনে মুগ্ধ হতো আর আমিও মুগ্ধ হতাম।''

শ্রীপাদ ভক্তিস্বরূপ শ্রৌতি মহারাজ—

''গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে।
গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥''

শ্রীল আচার্য্যপাদ বিশেষ বিশেষ কয়েকজনকে নিয়ে ভাগবতের গূঢ়কথা আলোচনা করতেন, তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন শ্রীল গোস্বামীপাদ। পরদিন যখন শ্রীল আচার্য্যপাদ সকলকে প্রশ্ন করতেন যে কে কতটা শ্লোকের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছেন তাতে দেখা যেত শ্রীল গোস্বামীপাদ এত সুন্দর গম্ভীর তত্ত্ব কথা বলতেন যে শ্রীল আচার্য্যপাদ ও উপস্থিত সকলে মুগ্ধ হয়ে যেতেন। কয়েকবার আচার্য্যপাদ তাঁর বিছানা থেকে উঠে তাঁকে আলিঙ্গন করেছেন। শ্রীল আচার্য্যপাদ এনাকে বলেছিলেন যে তোমার দ্বারা মিশনের অনেক উন্নতি সাধন হবে।''

শ্রীপাদ ভক্তিআচার অবধুত মহারাজ—''আমি পাটনায় থাকাকালীন শ্রীলগুরুদেব পাটনায় গিয়েছিলেন ও তৎকালীন মঠাধক্ষ্য শ্রীপাদ গিরি মহারাজের কাছে কিছু অর্থ চেয়েছিলেন। মহারাজ কারণ জানতে চাইলে তিনি বলেছিলেন, 'Aeroplane চড়ব'। তখন গিরি মহারাজ তাকে আর্শীর্বাদ করে বলেছিলেন তুমি প্লেনে চড়ে দেশ বিদেশে হরিকথা প্রচার করবে। তিনি কখনো রাগ করলে আবার পরক্ষণেই হেসে ফেলতেন। তাঁর শ্রীচরণকমলে যেন আমার দৃঢ় ভক্তি থাকে এই প্রার্থনা।

শ্রীপাদ ভক্তিস্বরূপ বোধায়ন মহারাজ—''শ্রীল আচার্য্যপাদ অপ্রকট হলে আমি ভাবতাম আমার মতো অধমের কি হবে? কিন্তু এই গুরুদেব আমাকে যখন এই কীর্ত্তনটা করতে বললেন—

''জগতে প্রকট ভাই তাহা বিনা গতি নাই
যদি চাও আপন কুশল॥''

তখন আমি বুঝলাম শ্রীলগুরুদেব তো প্রকট আছেন,

নিত্যানন্দ রূপে আমাকে হৃদয়ে প্রেরণা দিচ্ছেন। তিনি বলতেন, ''গোপীনাথ ক্ষীর চুরি করে না, আমাদের মন চুরি করে।'' ক্ষীরচোরা গোপীনাথ এখানে বিলাস করেন। গুরুদেবের চরণে যেন আমার জন্মে জন্মে সেই শ্রদ্ধা থাকে, এই প্রার্থনা।''

শ্রীপাদ ভক্তিগৌরব গিরি মহারাজ—''গুরুদেব সব মঠগুলোকে সুন্দর সাজিয়ে দিয়ে গিয়েছেন আমাদের জন্য। আমাদের মত অধমকে উদ্ধারের জন্য কত কীর্ত্তন রচনা করেছেন।

শ্রীপাদ ভক্তিশ্রীরূপ সিদ্ধান্তী মহারাজ—''শিষ্যের কাছে গুরুদেবের অভাব কোনদিন পূরণ হয় না, তথাপি গুরুদেবের অপ্রকট লীলা তো ভগবদ্ ইচ্ছাতেই। আমাদের বহির্মুখতা দেখেই তিনি আমাদের বঞ্চনা করলেন। গুরুদেব শিষ্যকে সর্বতোভাবে পালন করেন, শত বিপদেও রক্ষা করেন।''

শ্রীপাদ ভক্তিশ্রমণ সুলভ মহারাজ—''মনে হচ্ছে যেন এক অমূল্য সম্পদ হারালাম যাকে আর কোনদিন ফিরে পাব না। তিনি বিরহ দিয়ে গেছেন কিন্তু তিনি চলে যান নাই, তিনি আছেন, আমরা চর্মচক্ষুতে তাঁকে দেখতে পাচ্ছি না। তাঁর নির্দেশিত পথে চললে নিশ্চয়ই তাঁর কৃপা পাব।''

শ্রীপাদ ভক্তিসুরঙ্গ শান্ত মহারাজ—''শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কীর্ত্তন করেছেন—'সকলে সম্মান করিতে শকতি, দেহ নাথ যথাযথ—'শ্রীল গোস্বামীপাদ ছিলেন এই বাণীর প্রতিমূর্ত্তি। একবার গোদ্রুম আসবার কালে পথে গুরুদেবের সঙ্গে নৃসিংহপল্লী দর্শনে গিয়েছিলেন। শ্রীনৃসিংহদেবের পূজারী গুরুদেবের গলায় শ্রীনৃসিংহদেবের মালা পরিয়ে দেন। আমাদের সঙ্গে একজন মহারাজ ছিলেন, তিনি গুরুদেবের মালা নিয়ে নিজে পড়লেন আর গুরুদেবকে আর একটি মালা দিলেন এতে গুরুদেব খুব রাগ প্রকাশ করেছিলেন। পরে গুরুদেবের শ্রীমুখে জানতে পেরেছিলাম, প্রথমে মালাটি শ্রীনৃসিংহদেবের নির্দেশে পূজারী তাঁকে পরিয়েছিলেন। তিনি নিত্যলীলায় থেকে আমাকে কৃপা করুন যেন হরিগুরু বৈষ্ণবের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রাখতে পারি।''

শ্রীপাদ ভক্তিস্বরূপ নারায়ণ মহারাজ—''গুরুদেবের বিরহ বেদনা সহ্য করতে না পেরে অনেকে হয়ত চলেই যেতেন কিন্তু গুরুদেবই তাদের রক্ষা করেছেন। কারণ সময় না হলে গুরুদেব তাকে নেবেন না। যে ভক্ত গুরুদেবকে হৃদয়ে ধারণ করেছেন গুরুদেব সেখানেই থাকবেন, সেখান থেকে কোনদিন যাবেন না। গুরুবর্গের কাছে প্রার্থনা করি যেন গুরুদেবকে চিরকাল হৃদয়ে ধারণ করে রাখতে পারি।''

শ্রীপাদ ভক্তিরসময় ভক্তিসার মহারাজ—''গুরুদেব তিনি নিত্যসিদ্ধ আচার্য্য, ভগবদ্ প্রেষ্ঠজন। তিনি কখনো নিদ্রা বা আলস্য ভাব দেখাতেন আমার মতো বহির্মুখ সেবককে বঞ্চনা করবার জন্য। কিন্তু অন্তরে তিনি নিত্য রাধা গোবিন্দের রাস বিলাসে থাকতেন। এক সময় মনে হত, গুরুদেব কি পারবেন আমাকে সংসার থেকে উদ্ধার করতে? এরকম উৎকণ্ঠার মধ্যে মায়াপুর চলে এসে নাট্যমন্দিরে শুয়ে আছি। রাতে স্বপ্ন দেখলাম গুরুদেব বিরাট তেজ নিয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন, যেদিক তাকাই সেদিকেই গুরুদেব। পরদিন সকালে গোদ্রুম মঠে এসে দেখি গুরুদেব এসেছেন। আমাকে ডেকে অনেকবার জিজ্ঞসা করলেও সমস্যার কথা বলতে পারলাম না। তারপরই অনুভব করলাম ইনিই আমার জন্মে জন্মের গুরুদেব।''

শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সাগর মহারাজ—''গুরুদেবের ব্রজবিজয় দিবসে তাঁর গুণগান করে শেষ করা যায় না তথাপি একটা কথা মনে পড়ছে। একদিন রাত সাড়ে দশটার সময় গোস্বামীপাদ এসেছেন পুরী মঠে শ্রীজগন্নাথ দর্শন করতে। রাত হওয়াতে গেট খুলতে একটু দেরী হওয়ায় উনি রাগ করে নাট্যমন্দিরেই শয়ন করলেন আর মঠরক্ষক অকিঞ্চন মহারাজের সঙ্গেও কোন কথা বললেন না। পরদিন সকাল হতেই একেবারে শান্ত, মহারাজের সঙ্গে কি ভাব! একেবার গলাগলি করে কত কথা আলাপ করলেন। ওনার এই অপূর্বভাব আমাকে মুগ্ধ করেছিল।''

শ্রীধরনীধর দাস ব্রহ্মচারী—''শ্রীল গুরুদেব বলতেন, যখন কেউ তার প্রিয় বা শ্রেষ্ঠ বস্তুকে দান করতে চায় তখন তাকে সে বিরহ দান করে। গুরুদেব নিজেও হৃদয়ে বিরহ পালন করতেন এবং সেই ভাব ভক্তদের দান করতেন। আরও দেখেছি গুরুদেব কোথাও কোন সেবার উপকরণ পেলেই তা ঠাকুরের জন্য নিয়ে আসতেন। একবার কটক থেকে পুরী যেতে রাস্তার ধারে পুকুরে প্রচুর পদ্মফুল ফুটেছিল। তখন দেরী হয়েছিল বলে ফিরবার সময় তিনি সেই ফুল সংগ্রহ করে ঠাকুরের জন্য মঠে নিয়ে আসেন।''

শ্রীরঘুনাথ দাস ব্রহ্মচারী—(গুরুদেবের সেবক)—পূর্বে

দু'তিন বার বাংলাদেশ প্রচারকালে শ্রীগুরুদেবের দর্শন পাই, তখন থেকেই ওনার চরণ আশ্রয় করার প্রবল ইচ্ছা ছিল। সেই ইচ্ছা পূরণ হলো বাগবাজারে এসে এবং সাক্ষাদ্ সেবার সুযোগ লাভ করলাম। শ্রীলগুরুদেব সবসময় তত্ত্ব কথা বলতেন। এমনকি Hospital-এ থাকাকালীনও ভাগবত পাঠ করতে বলতেন। অসুস্থ লীলাতেও স্পষ্ট শ্লোক উচ্চারণ করতেন। শ্রীগুরুদেবের শিক্ষাকে পাথেয় করে যেন ভক্তি জীবন কাটাতে পারি এই প্রার্থনা তাঁর শ্রীচরণকমলে।''

শ্রীসদানন্দ দাস ব্রহ্মচারী—

''হর্ষে প্রভু কহে শুন, স্বরূপ রাম রায়।
নাম সংকীর্ত্তন কলৌ পরম উপায়॥''

''শ্রী গুরুদেব বর্তমান কালের পরিস্থিতির কথা বিচার করেই নাম সংকীর্ত্তনের উপর জোর দিয়েছিলেন। একমাত্র হরিসংকীর্ত্তনের দ্বারা যেভাবে এই ঘোর কলিযুগে জীবকে আকর্ষণ করা যায় তা আর অন্যভাবে হয় না। উনি বলতেন তোমরা যদি সারাদিনে কিছু নাও করতে পারো তো আমার ঘরে যে কীর্ত্তন হয় তাতে বসবে, তোমার পরম মঙ্গল লাভ করতে পারবে। তিনি প্রায়ই বলতেন—'যে সহে সে রহে।' ভক্তি জগতে চলতে গেলে প্রতি মুহূর্তে ঝড় ঝাপটা আসে। প্রতিকূলতা যদি না থাকে তাহলে অনুকূলকে ধরতে পারবে না। সেজন্য প্রতিকূল পরিবেশটা অনুকূলেরই সহায়ক। প্রতিকূলতা দেখে ভয় পাবে না, তোমাদের মাথার উপর গুরুবর্গের কৃপা রয়েছে। তোমরা আমার বাগানে এক একটা পুষ্প কলিকা, সেইগুলোকে সুন্দর করে সাজিয়ে গুছিয়ে ভগবানের কাছে পৌঁছে দেওয়া আমার কাজ। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমি সেই কলিকা হতে পারিনি। একদিন তিনি বলেছিলেন, যেদিন তোমরা গুরুদেবের প্রতি প্রীতি বা বিরহ উপলব্ধি করতে পারবে সেদিনই তোমাদের প্রকৃত মঙ্গল। তিনি বলতেন, দেখ, গুরুবর্গের পাদপদ্মের ছায়াতেই প্রকৃত বিশ্রাম। আমরা যেন তাঁকে স্মরণে রেখে সেবা করে যেতে পারি এই প্রার্থনা গুরুদেবের শ্রীচরণকমলে।''

প্রচার প্রসঙ্গ

শ্রীল গুরুগোস্বামী ঠাকুরের উড়িষ্যায় প্রচার

গৌড়ীয় মিশনের প্রকট আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী গোস্বামী মহারাজ আচার্য্য আসনে উপবিষ্ট হয়ে ২৬-১১-১৮ হইতে ০২-১২-১৮ পর্যন্ত প্রথম উড়িষ্যা প্রদেশের কিছু কিছু স্থানে হরিকথা প্রচার করেন।

গত ২৬-১১-২০১৮ তারিখে যাজপুর জেলার রায় পাড়াস্থিত শ্রীমঙ্গলদাসাধিকারী প্রভুর বাসভবনে শুভবিজয় করেন। শঙ্খধ্বনি, উলুধ্বনি সহ ভক্তগণ শ্রীল গুরুদেবের অভ্যর্থনা করেন ও আরতি করেন। এরপর ঠাকুরের মধ্যাহ্ন ভোগারতি হয়। বিকেল ৫ ঘটিকায় পুরাতন গোপাল জীউ এর মন্দিরে বৈষ্ণবগণ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এবং শ্রীলগোস্বামীপাদ রচিত কিছু কীর্ত্তন পরিবেশন করেন। অতঃপর শ্রীল গুরুদেব শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীঋষভদেবের মহিমা প্রসঙ্গ কীর্ত্তন করেন। নাভি ও তার স্ত্রী মেরুদেবীর গর্ভে ভগবান ঋষভদেব আবির্ভূত হয়ে লোকশিক্ষার জন্য স্বয়ং বর্ণাশ্রমাদি ধর্ম-পালন করে জগতে জীবকে শিক্ষা দেন যে ভগবান হরিতে ভক্তিই একমাত্র উদ্দেশ্য।

পরদিন (২৭-১১-২০১৮) সকাল ৯ টা হইতে কিছু শ্রদ্ধালু ব্যক্তি শ্রীহরিনাম ও দীক্ষা প্রাপ্ত হন। এরপর প্রশ্নোত্তর পর্ব শুরু হয়। শ্রীল গুরুদেব সহজ সরল ভাষায় বুঝিয়ে দেন, 'সংকীর্ত্তন' কথার অর্থ। ভগবানের নাম, রূপ, গুণ লীলাদি যখন উচ্চৈস্বরে গাওয়া হয় তখন তাকে কীর্ত্তন বলা হয়। আবার সেই কীর্ত্তনে যখন হৃদয়ের ভাব মাখিয়ে বহুভক্তসঙ্গে হয় তখন তাকে সংকীর্ত্তন বলা হয়। শ্রীগৌড়ীয় মঠ একমাত্র স্থান যেখানে জীবের শ্রেষ্ঠ মঙ্গলরূপ ভগবদ্‌বিষয়ক শিক্ষা প্রদান করা হয়। বিকেল ৫ ঘটিকায় শ্রীলগুরু গোস্বামী ঠাকুর স্থানীয় শ্রদ্ধালু শ্রীবিরিঞ্চি দাসাধিকারী প্রভুর গৃহে পদার্পন করেন। বিকেল ৬টায় শ্রীমাধবেন্দ্র দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রভুপদ দাস ব্রহ্মচারীগণ কীর্ত্তন করেন। পরে শ্রীগুরুপূজা উপলক্ষ্যে শ্রীবিরিঞ্চি দাসাধিকারী শ্রীমদ্ভাগবত এর—''লব্ধ্বা সুদুর্ল্লভমিদং.. খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ।।'' (১১-৯-২৯) শ্লোক অবলম্বনে গুরু

মহিমার কথা বলেন। অন্তে শ্রীল গুরুদেব উড়িয়া ভাষায় হরিকথা পরিবেশন করেন।

২৯-১১-২০১৮ তারিখ বৃহস্পতিবার শ্রীমঙ্গল দাসাধিকারী প্রভুর বাস ভবনে গুরুপূজা মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ভোর থেকে মঙ্গলারতি, পরিক্রমা ও প্রকট গুরুদেবের আরতি অন্তে বৈঠকী কীর্ত্তন হয়। কীর্ত্তন শেষে হরিকথা প্রসঙ্গে 'নৃত্য' প্রসঙ্গ আলোচনা করেন পরমারাধ্যত্তম শ্রীল গুরুদেব। ১১টায় কীর্ত্তন শুরু হয়, ব্রহ্মচারীগণ ও স্থানীয় ভক্তমন্ডলী গুরুমহিমা কীর্ত্তন করেন। অন্তে শ্রীলগুরুদেবের আরতির পর সকল ভক্তগণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

ঐ দিন বিকেল পাঁচটা হতে সন্তোষী মাতা মন্দির প্রাঙ্গনে এক ঘন্টা কীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীসঙ্কেত বিহারী প্রভু (বাংক্শাহী, রায় পাড়া) উক্ত ধর্মসভার আয়োজন করেন। শ্রীপ্রভুপদ দাস ব্রহ্মচারী ও স্থানীয় ৩ জন ভক্ত হরিকথা কীর্ত্তন করেন। সভা অন্তে শ্রীল গুরুদেবের শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা কথা শ্রবণে, উপস্থিত সকল ভক্ত ও শ্রদ্ধালুজন অতিশয় আনন্দ লাভ করেন। বিপুল হরিধ্বনির দ্বারা সভা সমাপ্ত হয়।

শ্রীসনাতন দাসাধিকারী প্রভুর বাসভবনে প্রশ্নোত্তর ক্লাসের আলোচ্য বিষয় নিম্নলিখিত **প্রশ্ন—গৌড়ীয় দর্শন কি?** 'দৃশ্' ধাতু 'লুট্' প্রত্যয় যোগে 'দর্শন' শব্দের উৎপত্তি। দর্শন অর্থে সেবার দ্যোতক। শ্রীধরস্বামী বলেছেন দর্শন শব্দে অনুভব। অর্থাৎ বস্তুর তাত্ত্বিক পরিচয় পাওয়া যায়। আর যে শাস্ত্রে কোন বস্তুর বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় তাকে দর্শন শাস্ত্র বলে।

প্রশ্ন—কোন বস্তুর ontology এবং morphology বলতে কি বোঝায়? Morphology- জড় ভাবগত অর্থ বা বাহ্যিক গঠন উদাঃ—একটি গাছ, ঘর, আমি।

Ontology—বস্তুর অন্তর্নিহিত অর্থ।

উদাঃ—মরুৎ, ব্যোম, তেজ। গৌড়ীয় দর্শনের অধীনে—

১) বিগ্রহ সেবা—প্রতিমা নহো তুমি সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্র নন্দন।

২) ধাম দর্শন—চিদ্শক্তির সন্ধিনী বৃত্তির প্রকাশ।

৩) বৈষ্ণব—বিষ্ণুর অংশ, বিষ্ণুর উপাসক।

৪) গুরু—শ্রীনিত্যানন্দের অংশ, ভগবানের কৃপামূর্ত্তি, ভগবানের করুনা শক্তি, মনুষ্য নহে।

৫) জীব—ঈশ্বরের অংশ (বিভিন্নাংশ), কৃষ্ণের সেবক বা দাস।

৬) মায়া—ভগবানের অপরা বা বহিরঙ্গা শক্তি।

৭) অর্চন—কীর্ত্তন সহযোগে অর্চন।

৮) প্রচার—আচরণ মুখে প্রচার।

শ্রীল প্রভুপাদ বলতেন—জগন্নাথকে দেখব আমি—এটা সম্ভোগবাদ, দর্শন নয়। গুরুদেবের সঙ্গে ভগবানকে দর্শন, এটা হলো গৌড়ীয় দর্শন। ভগবান হলেন দ্রষ্টা আর আমি দৃশ্য, একে বলে গৌড়ীয় দর্শন। ভগবানের কৃপায় আমি ভগবানকে দর্শন করব।

শ্রীল গুরুমহারাজ বলতেন 'দর্শন' হলো ভক্তির অঙ্গ।

শ্রীল আচার্য্যদেব বলতেন আচার 'ঢাল' প্রচার 'তরোয়াল'।

রিক্তপানির্ন পশ্যেত রাজানাং ভিষজং গুরু।
নোপায়নকরঃ পুত্রং শিষ্য ভৃত্যং নিরীক্ষয়েৎ।।

রাজা, গুরু ও চিকিৎসক ইহাদের সহিত কখনো রিক্ত-হস্তে (শূন্য হাতে) সাক্ষাৎ করিতে নাই—এই হলো গৌড়ীয় দর্শন।

এইদিন বিকেল ৫ ঘটিকায় নিলাদেইপুর ধর্মশালা ব্লক—যাজপুরে শ্রীআদিকন্দ দাসাধিকারী প্রভুর বাড়ীতে পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুদেব হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

পরদিবস (৩০-১১-২০১৮) পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুগোস্বামী ঠাকুর পার্ষদ রায় পাড়া হইতে শ্রীসচ্চিদানন্দ গৌড়ীয় মঠ, কটকে শুভগমন করেন। এদিন বিকেল ৪টা হইতে ৭টা পর্যন্ত কটক মঠে শ্রীল গোস্বামীপাদের একমাস পূর্তির বিরহ উৎসব যাপন করা হয়। কটক মঠের মঠাধ্যক্ষ শ্রীপাদ অকিঞ্চন মহারাজ, শ্রীপদ্মনেত্র প্রভু, শ্রীপ্রভুপদ দাস, শ্রীমাধবেন্দ্র দাস, শ্রীনিতাই দাস, শ্রীরাধা গোবিন্দ দাস আদি মঠবাসী ভক্ত ও গৃহস্থভক্তগণ শ্রীলগোস্বামীপাদের মহিমা কীর্ত্তন করেন। সভা অন্তে **শ্রীলগুরু গোস্বামী ঠাকুর শ্রীল গোস্বামী পাদের মহিমা বলতে গিয়ে বলেন**—যিনি গুরু বিরহ হৃদয়ে ধারন করে ভজন করেন তিনিই প্রকৃত শিষ্য। কৃষ্ণ বিরহে গোপীদের ক্রন্দন, স্মরণাদি বিকার স্ফুরিত হলেও তাঁরা কৃষ্ণকে কাছে অনুভব করেছিলেন। তিনি আরও বলেন যে—তাঁর সেবার কৃপা ফল শ্রীলগোস্বামী পাদ তাঁকে তাঁর আসনে, (আচার্য আসনে) অধিষ্ঠিত করে গেলেন। পরদিবস (০১-১২-২০১৮) কটক মঠে গুরুপূজা মহোৎসব পালিত হয়। তৎপূর্বে সকালে বৈঠকী কীর্ত্তন ও ইষ্টগোষ্ঠী ক্লাস আলোচনা করেন। পরদিন (০২-১২-২০১৮) সকালে ইষ্টগোষ্ঠী ক্লাসে শ্রীল গুরুদেব জীবের

স্বরূপের পরিচয় কি ব্যাখ্যা প্রসঙ্গক্রমে গীতার দুইটি শ্লোক উল্লেখ করেন।

১) নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।
উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ ॥ (গীতা ২।১৬)

২) বাংসাসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্নাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা—
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥ (গীতা ২।২২)

'আমি'—জীবাত্মা। আত্মা পরমাত্মার অংশ, জীব নিত্যকৃষ্ণ দাস। জীব তার স্বরূপ ভুলে গিয়ে দুঃখ কষ্ট ভোগ করছে।

কটক মঠ হইতে শ্রীলগুরুদেব নুয়া পাটনায় প্রথমে শ্রীকাশীনাথ দাসাধিকারী ও পরে বিদ্যাধর দাসাধিকারীর গৃহে শুভাগমন করেন। কাশীনাথ প্রভুর গৃহে গুরুপূজার আয়োজন করা হয়। ভক্তগণ সকলে গুরুমহিমা ব্যক্ত করেন। শ্রীল গুরুগোস্বামী ঠাকুর শিষ্য কথার তাৎপর্য সহজ করে পরিবেশন করতে গিয়ে বলেন—তিনিই শিষ্য পদবাচ্য যিনি শ্রীগুরুর শাসনকে স্বীকার করেন। শ্রীলগুরুদেবের সন্তোষ বিধানই ভগবানের সন্তোষ। প্রকট শ্রীগুরুদেবের পূজার দ্বারাই গুরুবর্গের পূজা হয় এবং গৌড়ীয় ধারায় এটাই পরম্পরা ও সিদ্ধান্ত।

বিকেল ৫টায় শ্রীবিদ্যাধর দাসাধিকারীর গৃহে শ্রীলগুরুদেব কলিযুগের ধর্ম যে নাম সংকীর্ত্তন সে কথা বলতে গিয়ে কীর্ত্তন ও সংকীর্ত্তনের পার্থক্য সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করেন। শ্রীভক্তিরসামৃত সিন্ধু গ্রন্থে বলেছেন—

'নামলীলাগুণাদীনামুচ্চৈর্ভাষা তু কীর্ত্তনম্।'

ভগবানের নাম, রূপ গুণ লীলা উচ্চৈস্বরে গাইলে তাকে কীর্ত্তন বলে। বহুলোক মিলিত হয়ে যখন গাওয়া হয় তখন তাকে সংকীর্ত্তন বলা হয়। শ্রীল গুরুমহারাজ বলতেন বহুজন মিলিত হয়ে এক সম্প্রদায়ের লোক যখন প্রাণের রস মাখিয়ে কীর্ত্তন করে তখন সংকীর্ত্তন হয়।

সংকীর্ত্তন অর্থাৎ সম্যগরূপে কীর্ত্তন অর্থাৎ আনুগত্যে থেকে সুষ্ঠুভাবে ভক্তগণ মিলিত হয়ে প্রাণের রস মিশিয়ে, হরি সন্তোষ মূলা চিত্তবৃত্তিতে উচ্চৈস্বরে যখন গাওয়া হয় তখন সংকীর্ত্তন হয়।

সকল ভক্তগণ খুব উল্লাস ও আনন্দের সঙ্গে হরিসংকীর্ত্তন করেন। জয়ধ্বনি দ্বারা সভা সমাপ্ত হয়। সেদিন রাতেই শ্রীল গুরুদেব স্বপার্ষদ বাগবাজার মঠের উদ্দেশ্যে প্রত্যাবর্তন করেন।

বর্ধমান জেলায় শীতবস্ত্র বিতরণ সেবায় গৌড়ীয় মিশন

পাণাগড় (বর্ধমান) রামেশ্বর শিবমন্দিরে, চাকা তেতুলে আমলাজোড়া মঠের মঠরক্ষক শ্রীপাদ ভক্তিনিষ্ঠ নিমি মহারাজ ২০০০ গ্রামবাসীকে কম্বল বিতরণ করার দৃশ্য

শ্রীচৈতন্য জন্মোৎসব ও মেলা

উপলক্ষে দশম-দিবসীয় বৈষ্ণব সম্মেলন ও সারস্বত আলোচনা সভা

স্থান ঃ বাগবাজার সার্বজনীন দুর্গোৎসব উদ্যান,

তারিখ ঃ ২৭শে জানুয়ারী হইতে ৫ই ফেব্রুয়ারী, ২০১৯,

সময় ঃ দুপুর ২টা হইতে রাত্রি ৯টা

বিপুলসম্মানপুরঃসরম্ নিবেদনমিদম্,

এতদ্দ্বারা সকল গৌরানুরাগী ভক্ত তথা কলকাতা মহানগরবাসী সুধীবৃন্দকে অতীব হর্ষের সহিত জানানো হইতেছে যে, কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীশচীনন্দন গৌরহরির ৫৩৩তম শুভ জন্মোৎসব মহাড়ম্বরের সহিত পালিত হইবেন। এতদুপলক্ষে উত্তর কলকাতার বাগবাজারস্থিত **সার্বজনীন দুর্গোৎসব উদ্যানে** আগামী ২৭শে জানুয়ারী হইতে ৫ই ফেব্রুয়ারী, ২০১৯, দশম-দিবসীয় অনুষ্ঠান হইবে। ২৭শে জানুয়ারী রবিবার, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে এক বিরাট নগরসংকীর্তন-শোভাযাত্রার আয়োজন করা হইয়াছে। উক্ত শোভাযাত্রাটি ধর্মতলা হইতে বেন্টিক স্ট্রীট্, রবীন্দ্রসরণী হইয়া সার্বজনীন দুর্গোৎসব উদ্যানে সমাপ্ত হইবে। ২৭শে জানুয়ারী হইতে ৫ই ফেব্রুয়ারী, ২০১৯, পর্যন্ত বিশেষ আলোচনা সভা তৎসহ প্রত্যহ ধর্ম সম্মেলন, প্রদর্শনী ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হইতেছে।

বর্তমান যুগে হিংসা ও অশান্তির দিনে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিশ্বভ্রাতৃত্ব, শান্তি ও বিমল প্রেমাদর্শের বার্তা সর্বত্র ছড়াইয়া দিতে আমাদিগের এই প্রয়াস। অতএব মহোদয়, উক্ত মহতী অনুষ্ঠানে আপনি আনুকূল্য পূর্বক সবান্ধবে যোগদান করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপালাভে মানব-জীবন সার্থক করুন—ইহাই প্রার্থনা।

তাং ঃ **২৫শে ডিসেম্বর, ২০১৮**
বাগবাজার

নিবেদক
গৌড়ীয় মিশন, মহানাম সেবক সংঘ ও
পিপল্‌স্ ফোরাম্ ফর্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

আয়োজক ঃ গৌড়ীয় মিশন,
মহানাম সেবক সংঘ ও পিপল্‌স্ ফোরাম্ ফর্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ উৎসব প্রাঙ্গনে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সম্বন্ধীয় ও বৈষ্ণবধর্ম বিষয়ক গ্রন্থাবলীর প্রদর্শনীর ব্যবস্থা থাকিবে। প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণ যোগাযোগ করুন। *শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মিউজিয়াম ও গৌড়ীয় মিশন গ্রন্থাগার* নব উদ্যোগে শুরু হইতে চলিয়াছে, উক্ত গ্রন্থাগারে গ্রন্থ দান করিলে তাহা সাদরে গৃহীত হইবে।

অনুষ্ঠান সূচী

(২৭শে জানুয়ারী থেকে ৫ই ফেব্রুয়ারী-২০১৯)

২৭শে জানুয়ারী, ২০১৯	✪	নগরসংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা (দুপুর ২টা থেকে ৫টা)
(রবিবার)	✪	উদ্বোধনী অনুষ্ঠান (সন্ধ্যা ৫টা থেকে ৭ টা)
	✪	সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান (সন্ধ্যা ৭ টা থেকে ৮ টা)
২৮শে জানুয়ারী, ২০১৯	✪	অঙ্কন প্রতিযোগিতা (দুপুর ২টা থেকে ৪টা)
(সোমবার)	✪	সংকীর্ত্তন (বিকাল ৪টা থেকে ৪.৩০ টা)
	✪	ধর্ম্মসভা অনুষ্ঠান (বিকাল ৪.৩০ টা থেকে ৭ টা)
	✪	সাস্কৃতিক অনুষ্ঠান (সন্ধ্যা ৭ টা থেকে ৮ টা)
২৯শে জানুয়ারী, ২০১৯	✪	মৃদঙ্গ বাদন প্রতিযোগিতা (দুপুর ২টা থেকে ৪টা)
(মঙ্গলবার)	✪	সংকীর্ত্তন (বিকাল ৪টা থেকে ৪.৩০ টা)
	✪	ধর্ম্মসভা অনুষ্ঠান (বিকাল ৪.৩০ টা থেকে ৭ টা)
	✪	সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান (সন্ধ্যা ৭ টা থেকে ৮ টা)
৩০শে জানুয়ারী, ২০১৯	✪	বক্তৃতা প্রতিযোগিতা (দুপুর ২টা থেকে ৪টা)
(বুধবার)	✪	সংকীর্ত্তন (বিকাল ৪টা থেকে ৪.৩০ টা)
	✪	সেমিনার (বিকাল ৪.৩০ টা থেকে ৭ টা)
	✪	সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান (সন্ধ্যা ৭ টা থেকে ৮ টা)
৩১শে জানুয়ারী, ২০১৯	✪	সংকীর্ত্তন (দুপুর ৩টা থেকে ৪.৩০ টা)
(বৃহস্পতিবার)	✪	সেমিনার (বিকাল ৪.৩০ টা থেকে ৭ টা)
	✪	সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান (সন্ধ্যা ৭ টা থেকে ৮ টা)
১লা ফেব্রুয়ারী, ২০১৯	✪	সংকীর্ত্তন (দুপুর ৩টা থেকে ৪.৩০ টা)
(শুক্রবার)	✪	সেমিনার (বিকাল ৪.৩০ টা থেকে ৭ টা)
	✪	সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান (সন্ধ্যা ৭ টা থেকে ৮ টা)
২রা ফেব্রুয়ারী, ২০১৯	✪	ক্যুইজ প্রতিযোগিতা (দুপুর ২ টা থেকে ৪ টা
(শনিবার)	✪	সংকীর্ত্তন (বিকাল ৪ টা থেকে ৪.৩০ টা)
	✪	গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মেলন (বিকাল ৪.৩০ টা থেকে ৭ টা)
	✪	সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান (সন্ধ্যা ৭ টা থেকে ৮ টা)
৩রা ফেব্রুয়ারী, ২০১৯	✪	আবৃত্তি ও যেমনখুশি সাজো প্রতিযোগিতা (দুপুর ২ টা থেকে ৪ টা)
(রবিবার)	✪	সংকীর্ত্তন (বিকাল ৪ টা থেকে ৪.৩০ টা)
	✪	গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মেলন (বিকাল ৪.৩০ টা থেকে ৭ টা)
	✪	সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান (সন্ধ্যা ৭ টা থেকে ৮ টা)
৪ঠা ফেব্রুয়ারী, ২০১৯	✪	সংকীর্ত্তন (দুপুর ৩ টা থেকে ৪ টা)
(সোমবার)	✪	গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মেলন (বিকাল ৪ টা থেকে ৫.৩০ টা)
	✪	পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান (বিকাল ৫.৩০ টা থেকে ৭ টা)
	✪	সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান (সন্ধ্যা ৭ টা থেকে ৮ টা)
৫ই ফেব্রুয়ারী, ২০১৯	✪	সংকীর্ত্তন (দুপুর ৩ টা থেকে ৪ টা)
(মঙ্গলবার)	✪	শতবর্ষ উদযাপন সমাপ্তি অনুষ্ঠান (বিকাল ৪ টা থেকে ৬ টা)
	✪	সমাপ্তি অনুষ্ঠান (সন্ধ্যা ৬ টা থেকে ৭ টা)
	✪	সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান (সন্ধ্যা ৭ টা থেকে ৮ টা)

শ্রী

গুরুপূজার আমন্ত্রণ পত্র

"যস্য প্রসাদাদ্ ভগবৎ প্রসাদো যস্যাপ্রসাদান্ন গতিঃ কুতোঽপি।
ধ্যায়ং স্তুবংস্তস্য যশস্ত্রিসন্ধ্যং বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥"

শ্রীশ্রী গৌরকৃষ্ণ-পাদপদ্ম-মধুপাশ্রিতেষু—

আগামী ১৯শে ফাল্গুন, ১৪২৫ সোমবার (৪ই মার্চ, ২০১৯) গৌড়ীয় মিশনের অন্যতম শাখা শ্রীগোদ্রুমধামস্থিত শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী শ্রীগৌড়ীয় মঠে গৌড়ীয় মিশনের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি **ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী গোস্বামী মহারাজের সাক্ষাৎ উপস্থিতিতে পূর্বতন আচার্য নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজ**-এর ভুবন-মঙ্গলময় **৭২তম বর্ষপূর্ত্তি শুভ আবির্ভাব তিথি** পূজা মহোৎসব শ্রীহরিসংকীর্ত্তন সহযোগে অনুষ্ঠিত হইবেন।

এতদুপলক্ষে মিশনের অন্যতম স্বরূপগঞ্জস্থিত শ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত শ্রীগৌড়ীয় মঠে তিন দিন ব্যাপী শ্রীগুরু-প্রশস্তি, ভক্তিগ্রন্থ পাঠ ও শ্রীহরি সংকীর্ত্তন প্রভৃতি ভক্ত্যঙ্গ যাজিত হইবেন। মহাশয় কৃপাপূর্ব্বক সবান্ধব যোগদান করিলে মিশনের সদস্যবর্গ পরমানন্দিত হইবেন।

সজ্জনকিঙ্করাভাস
শ্রীপাদ ভক্তিপ্রমোদ পুরী,
সেবাসচিব, গৌড়ীয় মিশন।

সেবাসূচী ঃ

- ❑ **রবিবার, ১৮ই ফাল্গুন (৩ মার্চ, ২০১৯)** পূর্বাহ্ন, অপরাহ্ন ও সন্ধ্যায় শ্রীগুরু-মহিমা কীর্ত্তন ও অধিবাস সঙ্কীর্ত্তন।
- ❑ **সোমবার, ১৯শে ফাল্গুন,** (৪ মার্চ, ২০১৯) পূর্বাহ্ন ৮টা হইতে শ্রীগুরু-বন্দনা কীর্ত্তন, অভিনন্দন পাঠ, মধ্যাহ্নে শ্রীল গুরুগোস্বামী ঠাকুরের ভাষণ, গুরুপূজা, আরতি ও পুষ্পাঞ্জলি। অপরাহ্ন ৫ ঘটিকায় শ্রীগুরু মহিমা কীর্ত্তন ও শ্রদ্ধাঞ্জলি পাঠ।
- ❑ **মঙ্গলবার, ২০শে ফাল্গুন** (৫ মার্চ, ২০১৯) শ্রীশিবচতুর্দ্দশীর ব্রতোপবাস ও শ্রীগুরু মহিমা কীর্ত্তন।

দক্ষিণ ২৪ পরগণায় একটি নিঃশুল্ক চিকিৎসা শিবির

বাগবাজার গৌড়ীয় মিশন একটি ঐতিহ্যময়ী প্রাচীন প্রতিষ্ঠান। দীর্ঘ কয়েক বছর যাবৎ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে পীড়িত মানুষদের জন্য অন্ন, বস্ত্র ও ঔষধাদি বিতরণ করে আসছেন। গত ২৩শে ডিসেম্বর, রবিবার ২০১৮ দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলায় রঘুনাথপুর গ্রাম স্থিত হরিণডাঙ্গা রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সংঘের পরিচালনায় স্বর্ণময়ী অনুকূল বিদ্যানিকেতনে একটি নিঃশুল্ক চিকিৎসা শিবির তথা স্বাস্থ্য সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। তথায় গরীব, দুঃখী ও আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সহ প্রায় ৯০ জন রোগীর সুচিকিৎসা করা হয়। শিশু চিকিৎসক ডাঃ প্রদীপ রায় (MBBS,) ও ডাঃ মহাদেব মন্ডল মহাশয় উপস্থিত সকল পীড়িত রোগীদের যত্ন সহকারে চিকিৎসা করেন। সকল রোগীদেরকে মিশন কর্ত্তৃক বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ করা হয়। মিশন হতে শ্রীসুদাম দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীবক্রেশ্বর দাসাধিকারী ও স্থানীয় ভক্তগণ সহযোগিতা করেন। মিশনের সেবাসচিব ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজের তত্ত্বাবধানে উক্ত শিবিরের কার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হয়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয় মিশন

শ্রীশ্রীনবদ্বীপ ধাম পরিক্রমা

শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাব মহোৎসব ও শ্রীগৌরাঙ্গ লীলা প্রদর্শনী

বিপুলসম্মানপুরঃসর নিবেদন—

নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের কৃপাভিষিক্ত নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজ, নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ ভাগবত মহারাজ ও নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি সুহৃদ্ পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজের কৃপাশীর্ব্বাদ-প্রাপ্ত গৌড়ীয় মিশনের বর্ত্তমান আচার্য্য ও পাত্ররাজ ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী গোস্বামী মহারাজের নেতৃত্বে ও গৌড়ীয় মিশনের পরিচর্য্যা পরিষদের সেবোদ্যোগে নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি গোস্বামী মহারাজ প্রতিষ্ঠিত গৌড়ীয় মিশনের অন্যতম শাখা শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গৌড়ীয় মঠকে কেন্দ্র করিয়া আগামী **৩০শে ফাল্গুন, ১৪২৫ (১৫ই মার্চ, ২০১৯) শুক্রবার হইতে ৭ই চৈত্র, ১৪২৫ (২২শে মার্চ, ২০১৯) শুক্রবার পর্য্যন্ত নবধা ভক্তির পীঠস্বরূপ শ্রীধাম নবদ্বীপের নয়টি দ্বীপ বৈষ্ণব সঙ্গে হরিকীর্ত্তন সহযোগে পরিক্রমা,** শ্রীমন্ মহাপ্রভু ও তৎ পার্ষদগণের লীলাস্থলী দর্শন, পতিতপাবনী গঙ্গায় স্নানাদি শুদ্ধ ভক্ত্যঙ্গসমূহ অনুষ্ঠিত হইবেন এবং **৬ই চৈত্র, ১৪২৫ (২১শে মার্চ, ২০১৯) বৃহস্পতিবার কলিযুগ-পাবনাবতারী শ্রীশ্রীমদ্ গৌরসুন্দরের শুভাবির্ভাব তিথি** অহোরাত্র-ব্যাপী শ্রীহরিসংকীর্ত্তন মুখে অনুষ্ঠিত হইবেন। এতদুপলক্ষে সপ্তাহ কালব্যাপী শ্রীগৌরলীলা কথা, পারমার্থিক প্রদর্শনী ও ভক্তিগ্রন্থ পারায়ণ, সাধু-বৈষ্ণব সেবা প্রভৃতি ভক্ত্যঙ্গ যথাবিধি অনুষ্ঠিত হইবেন।

শ্রদ্ধেয় সজ্জনবৃন্দ আপনাদিগকে সবান্ধব এই শ্রীগৌরধাম পরিক্রমায়, শ্রীগৌর জন্মোৎসবে এবং পারমার্থিক প্রদর্শনী দর্শনে যোগদান করিবার জন্য আমরা সাদর আহ্বান জানাইতেছি। স্বয়ং যোগদানে অসমর্থ হইলে এই ভক্ত্যঙ্গ যাজনে সাধ্যমত দ্রব্য ও অর্থাদির দ্বারা সেবানুকূল্য বিধান করিলেও ন্যূনাধিক সাধন ফল লাভ ঘটিবে।

নিবেদন ইতি—
সজ্জন কিংকরাভাস
শ্রীভক্তিপ্রমোদ পুরী
সেবাসচিব, গৌড়ীয় মিশন

মহোৎসব পঞ্জী

২৪শে ফাল্গুন, ১৪২৫ (৯ই মার্চ, ২০১৯) শনিবার হইতে
৩০শে ফাল্গুন, ১৪২৫ (১৫ই মার্চ, ২০১৯) শুক্রবার পর্য্যন্ত সপ্তাহকাল ব্যাপী শ্রীগৌরলীলা কথা

৩০শে ফাল্গুন, ১৪২৫ (১৫ই মার্চ, ২০১৯) শুক্রবার

শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-ধামপরিক্রমার শুভ মঙ্গল অধিবাস হরি সংকীর্ত্তনোৎসব

১লা চৈত্র, ১৪২৫ (১৬ই মার্চ, ২০১৯) শনিবার পরিক্রমার প্রথম দিবস

শ্রীরুদ্রদ্বীপ ও শ্রীসীমন্তদ্বীপ পরিক্রমণ

● সিমুলিয়া ● শরডাঙ্গা ● শোনডাঙ্গা ● মেঘারচর ● বেলপুকুর বা বিল্বপুষ্করিণী ● শ্রীশচীমাতার পিতা নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর পাট ● বামনপুকুর ● চাঁদকাজীর সমাধি ● রুদ্রপাড়া ● শঙ্করপুর ● নিদয়াঘাট ● শ্রীমাধাইর ঘাট ও শ্রীধরাঙ্গন ভারুইডাঙ্গা প্রভৃতি পরিক্রমা।

২রা চৈত্র, ১৪২৫ (১৭ই মার্চ, ২০১৯) রবিবার পরিক্রমার দ্বিতীয় দিবস

শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ ও শ্রীমধ্যদ্বীপ পরিক্রমণ

● গাদিগাছা ● হংসবাহন ● গঙ্গা-সরস্বতী-সঙ্গম ● শ্রীসুরভিকুঞ্জ ● শ্রীস্বানন্দসুখদকুঞ্জ ● শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধিমন্দির ● সুবর্ণ-বিহার ● অলকানন্দা ● মহাবারাণসী ● শ্রীহরিহরক্ষেত্র ● শ্রীনৃসিংহপল্লী পরিক্রমা।

শ্রীআমলকী একাদশীর ব্রতোপবাস।

৩রা চৈত্র, ১৪২৫ (১৮ই মার্চ, ২০১৯) সোমবার পরিক্রমার তৃতীয় দিবস

শ্রীকোলদ্বীপ ও শ্রীঋতুদ্বীপ পরিক্রমণ

• কুলিয়া—বর্ত্তমান শহর নবদ্বীপ • প্রৌঢ়মায়া (পোড়ামাতলা) • শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের ভজনকুটীর ও সমাধি • রাহুতপুর • চম্পহট্ট বা চাঁপাহাটীতে শ্রীশ্রীগৌর-গদাধরের শ্রীমন্দির • সমুদ্রগড় ও বিদ্যানগর—শ্রীগৌরপার্ষদ শ্রীবিদ্যাবাচস্পতির স্থান পরিক্রমা। **দিবা ৯।৪৪ মিঃ মধ্যে একাদশী ব্রতের পারণ। শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরী গোস্বামিপাদের তিরোভাব।**

৪ঠা চৈত্র, ১৪২৫ (১৯ই মার্চ, ২০১৯) মঙ্গলবার পরিক্রমার চতুর্থ দিবস

শ্রীজহ্নুদ্বীপ ও মোদদ্রুমদ্বীপ পরিক্রমণ

• জান্নগর—জহ্নুমুনির তপস্যার স্থান • মামগাছি—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের শ্রীপাট • সিদ্ধবকুলতলা শ্রীসারঙ্গমুরারির শ্রীপাট • শ্রীমদনগোপাল ও শ্রীগোপীনাথ দর্শন।

৫ই চৈত্র, ১৪২৫ (২০শে মার্চ, ২০১৯) বুধবার পরিক্রমার পঞ্চম দিবস

শ্রীমায়াপুর (শ্রীঅন্তর্দ্বীপ) **পরিক্রমণ**

(শ্রীযোগপীঠ-মন্দির • শ্রীনৃসিংহ-মন্দির • শ্রীবাসাঙ্গন • অদ্বৈতভবন • শ্রীমুরারিগুপ্তভবন • শ্রীচন্দ্রশেখর ভবন • শ্রীচৈতন্যমঠ • শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সমাধি • শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী বাবাজী মহারাজের সমাধি • বল্লালদীঘি পরিক্রমণ।) সন্ধ্যায় শ্রীগুরুপূজা মহোৎসব ও শ্রীগৌরজয়ন্তীর শুভ অধিবাস।

৬ই চৈত্র, ১৪২৫ (২১শে মার্চ, ২০১৯) বৃহস্পতিবার

শ্রীশ্রীগৌরজয়ন্তীর ব্রতোপবাস • পূর্ণিমা অহোরাত্রব্যাপী শ্রীহরিকীর্ত্তন মহাযজ্ঞে সংকীর্ত্তনৈক পিতা **শ্রীশ্রীমদ্ গৌরহরির আবির্ভাব তিথি আরাধনা** • ভক্ত সম্মেলন • শ্রীগৌরমহিমা সূচক বক্তৃতা • শ্রীগৌরলীলা গ্রন্থপাঠ ও পারায়ণ • প্রদোষে **শ্রীগৌরাবির্ভাব-তিথিপূজা ও রাত্রিতে শ্রীগৌরাঙ্গ লীলা-প্রদর্শন ও শ্রীনাম সংকীর্ত্তন।**

৭ই চৈত্র, ১৪২৫ (২২শে মার্চ, ২০১৯) শুক্রবার

দিবা ৯।৫৩ মিঃ মধ্যে শ্রীগৌরজয়ন্তী ব্রতের পারণ।
মহাপ্রসাদ বিতরণ ও মহামহোৎসব সমাপ্তি।

দৈবানুরোধে ও প্রয়োজনানুসারে এই পঞ্জী পরিবর্ত্তন যোগ্য

বিশেষ দ্রষ্টব্য

(১) পরিক্রমায় যোগদানকারী সকল ভক্ত ও যাত্রীগণের নিকট নিবেদন দ্রব্যমূল্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ায় সহৃদয় ভক্তগণের সহযোগিতা একান্ত প্রার্থনীয়।

(২) যাত্রিগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক নিজ নিজ বিছানা, মশারী, গামছা, ঘটি, বাটি, টর্চ প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ সঙ্গে আনিবেন। বিনা টিকিটে ধামবাস করিয়া অপরাধ সঞ্চয় করিবেন না।

পথের পরিচয় ঃ বাহিরের যাত্রিগণ ট্রেনে শিয়ালদহ ষ্টেশন হইতে কৃষ্ণনগর সিটি জংসনে নামিয়া অটোরিক্সা যোগে অথবা হাওড়া ষ্টেশন হইতে শ্রীনবদ্বীপ ধাম ষ্টেশনে নামিয়া গঙ্গা পার হইয়া ১০ মিনিটে স্বরূপগঞ্জ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গৌড়ীয় মঠে পৌঁছিবেন।

-ঃ নিবেদন ঃ-

যাঁহারা পরিক্রমা অধিবাসের দুই-তিনদিন পূর্বে অথবা গৌরকথা সময় হইতে গোদ্রুমে আসিবেন তাঁহাদের সেবানুকূল্য অধিক দিতে হইবে।

ভ্রমসংশোধন

শ্রীভক্তিপত্রে গত মাসে প্রকাশিত ২১ পৃষ্ঠায় ''দক্ষিণ ২৪ পরগণায় নিঃশুল্ক চিকিৎসা শিবির'' নামক -এর ৭ম পংক্তিতে ভ্রশেলানী -এর শব্দের পরিবর্ত্তে 'সন্মিলনী' পড়িতে হইবে, মুদ্রণজনিত ত্রুটির জন্য দুঃখিত।

Registered : KOL RMS/35/2016-2018

Date of Publication on 02/01/2019

PRINTED and PUBLISHED by Sri B. N. Nyasi Maharaj on Behalf of Gaudiya Mission Printed at Sri Bhagabat Press, 16A, Kali Prasad Chakraborty Street, Baghbazar, Kolkata - 700 003, and Published from 16A, Kali Prasad Chakraborty Street, Kolkata - 700 003, Editor : Sri B. B. Parjatak Maharaj
R.N.I - 24718/73

SRI BHAKTIPATRA
PRINTED RELIGIOUS BOOK

এ বৎসরের প্রকাশিত নতুন গ্রন্থাবলী

(১) শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা (২) শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা ও শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-মাহাত্ম্য (৩) শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ গীতি সংগ্রহ (৪) উদ্ধব সন্দেশ ও ভ্রমর গীতামৃত (৫) শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (৬) শ্রীতুলসী ও তিলক মাহাত্ম্য (৭) গৌড়ীয় মঠাশ্রিত গৃহস্থ। (৮) চৈতন্য শিক্ষামৃত (৯) শ্রীমদ্ভগবত গীতা (১০) শ্রীমদ্ভগবত গীতা (ইংরাজী) হিন্দি (১) ক্ষিরচোরা গোপীনাথ চরিতামৃত (২) উপাখ্যান মে উপদেশ (৩) উপদেশামৃত শীঘ্র সংগ্রহ করুন।

বিঃ দ্রঃ- পুরানো শ্রীমদ্ভাগবতম্ ৫০ শতাংশ ছাড়ে দেওয়া হইতেছে। অতি শীঘ্র সংগ্রহ করুন।

নিয়মাবলী

১। শ্রীভক্তি-পত্র পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা। বৎসরের ১২ সংখ্যায় প্রকাশিত হইবেন। শ্রীকৃষ্ণ-জন্মষ্টীর দিন হইতে বৎসরারম্ভ।

২। শ্রীভক্তি-পত্রের বার্ষিক ভিক্ষা ৮০.০০ (আশি টাকা) মাত্র এবং উহা অগ্রিম দেয়। প্রতি সংখ্যার ভিক্ষা ৭.০০ (সাত টাকা মাত্র)।

৩। বৎসরের যে কোন সময় হইতে গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হওয়া যায়। গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত থাকিতে অনিচ্ছুক হইলে দুইমাস পূর্বে সম্পাদককে জানাইতে হইবে।

৪। নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই নূতন বৎসরের জন্য ভিক্ষা অগ্রিম পাঠাইয়া অনুগৃহীত করিবেন।

৫। শ্রীভক্তি-পত্র ইংরাজী মাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে অনুসন্ধান করিবেন ও ফলাফল কার্য্যালয়ে জানাইবেন।

৬। ঠিকানা পরিবর্তন করিলে যথা সময়ে শ্রীভক্তিপত্র কার্য্যালয়ে জানাইবেন। পত্রাদি ব্যবহারের সময় গ্রাহক নং উল্লেখ করিবেন।

৭। শ্রীভক্তি-পত্রে প্রকাশের জন্য প্রবন্ধাদি নকল রাখিয়া পাঠাইবেন। অমনোনীত লেখা ফেরৎ পাঠানো হয় না। প্রয়োজনবোধে লেখার কিছু অদল বদল গ্রাহ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে।

৮। পত্রোত্তর পাইতে হইলে প্রায়োজনীয় ডাক টিকিট পাঠাইবেন অথবা রিপ্লাই পোষ্টকার্ডে লিখিবেন।

৯। শ্রীভক্তি-পত্রের ভিক্ষা ও পত্রাদি সরাসরি শ্রীভক্তি-পত্রের কার্য্যালয়ে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইবেন, অন্যথায় ভিক্ষাদির অপ্রাপ্তি বিষয়ে কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকিবেন না।

Address :
In-Charge,
Sri Bhaktipatra Office
Gaudiya Mission
16A, Kaliprasad Chakraborty Street
Baghbazar, Kolkata - 700 003
Mob. : 9903615586, 8420692952
E-mail : gaudiya@gaudiyamission.org
Visit us : www.gaudiyamission.org